খেলাঘর

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

১৩২৯

প্রকাশক—
শ্রীযামিনীকান্ত সোম
গন্দানালা, দিল্লী

[এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান—
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,
২২।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

ভূমিকা

'খেলাঘর' যশস্বী লেখক হেন্‌রিক্ ইব্‌সেনের বিখ্যাত নাটক 'A Doll's House'-এর ভাব নিয়ে লেখা। প্রায় চার বছর আগে এটি ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল।

ইব্‌সেনীয় সাহিত্যের মূলগত ভাব যা, তার ধারা শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর অপর-অপর সাহিত্যের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে, আর সেই ধারাকে প্রতিরোধ করবার জন্যে কেবল এ দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও বহুলোকে দেওয়াল গেঁথে তুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। এঁদের ভয়, এই নূতন ভাব-প্রবাহ সনাতন রীতিনীতিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের চিন্তার ধারার মধ্যেও একটা বিরাট ওলট্-পালটের সৃষ্টি করে বসবে। কিন্তু সংস্কার বা রীতি-নীতি, দেশ ভেদ এবং সমাজ ভেদে স্বতন্ত্র হলেও মানুষের অন্তরবৃত্তির এবং মনস্তত্ত্বের কতকগুলি সমস্যা চিরকালের। মানুষের অন্তরে—সর্ব্বসংস্কারের অন্তরালে, আত্মমুক্তির একটি গোপন বেদনা—একটি প্রকাণ্ড আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়তই জেগে আছে। এই নাটকখানিতে সেই বেদনার—সেই আকাঙ্ক্ষার একটি নারীমূর্ত্তি সজীবভাবে আঁকা হয়েছে।

যে সকল বন্ধু আমায় উৎসাহ দিয়ে বইখানির প্রকাশে সহায়তা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দিল্লী,

বৈশাখ—১৩২৯

"পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে পিছে সেও আমি নহি।——"

পাত্র-পাত্রী

হেমন্ত

নীরদা

রমেন্দ্র

কামাখ্যাচরণ

হেমন্তের তিনটি পুত্র-কন্যা

আমি

বলাই

ঝি

খেলাঘর

প্রথম অঙ্ক

হেমন্তের সুপ্রশস্ত, সুসজ্জিত কক্ষ

কাল—প্রভাত

নীরদা ও অগ্নি

নীরদা। এই জিনিষগুলি আর এই ফুলের টুকরিটি অগ্নি, সাবধানে লুকিয়ে রেখে দাও ত। ছেলেরা যেন টের না পায়। সমস্তদিন আজ আমি একটুও ফুরসৎ পাব না দেখ্‌ছি। খাওয়া-দাওয়ার উদ্‌যোগ তুমিই কর গে। আমি ততক্ষণ এ-দিক্‌কার কাজ যতটা পারি এগিয়ে রাখি। এই খেলনা আর পুতুলগুলো বাইরেই বরং নিয়ে যাও। ছেলেরা বেড়িয়ে ফিরে এলে তাদের হাতে দিও। এ-সব পেলে তারা সমস্ত দিন মেতে থাকবে, এদিকে বড় আর ঘেঁসবে না; আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পারব। দেখ, সামনের ঐ টেবিলটার উপর রঙিন লতা-পাতা আর ফুল দিয়ে একটা গাছ তৈরি করতে হবে, আর ঐ জায়গাটা ভাল করে সাজাতে হবে। লুকিয়ে এ-সব করতে হবে, কিন্তু। উনি, কি আর-কেউ যদি হঠাৎ এদিকে এসে পড়েন, তাহলে তাড়াতাড়ি ওই

পরদাটা টেনে দিতে হবে। কাউকে এখন দেখানো হবে না, বুঝলে সন্ধ্যের পর আলো জ্বালা হলে ব্যাপার দেখে সকলের তাক্ লেগে যাবে হাঃ হাঃ, কি মজাই হবে তখন!

হেমন্ত। (পাশের কক্ষ হইতে) আজ ভোর থেকেই যে ভারী ব্যস্ত দেখ্‌চি। ব্যাপারখানা কি?

নীরদা। কেমন চমৎকার-চমৎকার সব জিনিষ আনিয়েছি, দেখবে এস না!

হেমন্ত। তোমার চমৎকার জিনিষ দেখবার এখন আমার সময় হচ্চে না যে!

নীরদা। বেশ! যাও, দেখতে হবে না!

হেমন্ত। আঃ, রাগ ক'রো না, আসচি!

(পাশের দরজা খুলিয়া নীরদার কাছে আসিলেন)

কি এ সব! কিনে আনিচো বুঝি? এ-সব ত দেখ্‌চি ছেলেদের জামা-কাপড়! এক রাশ খেলনাও ত দেখ্‌চি। হঠাৎ আজ এ রকম খেয়াল মাথায় ঢুকলো যে! নাঃ, তুমি দেখ্‌চি নেহাৎ ছেলেমানুষ। এত বাজে খরচও করতে পার!

নীরদা। ছেলেমানুষ নই গো, আর বাজে খরচও কিছু করচি না যে বকবে! আজ তোমার জন্মদিন কি না, সেই জন্যেই এ সব আনিয়েছি। আজ সন্ধ্যেবেলা চ'চার জনকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে হবে।

হেমন্ত। ওঃ বুঝলুম এতক্ষণে। তা এত বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। একটু বুঝে-সুঝে খরচ করা উচিত নয় কি? অত পেরে উঠবে কি করে!

নীরদা। তোমার ঐ এক ভাবনা! যখনই একটু কিছু করতে যাই, তখনই তুমি—নাঃ, আজ আমি কোন কথা শুনচি না। আর আমাদের ভাবনা কি, ব্যাঙ্কের সেই বড় চাকরিটি ত তুমি পেয়েচ, তবে আর এত ভয় কিসের? এখন থেকে আমরা বেশ সচ্ছলভাবেই খরচ করতে পারব।

হেমন্ত। চাকরিই না হয় পেয়েচি। কিন্তু একমাস পূরো না হলে ত আর বেশী টাকা হাতে আসচে না! তদ্দিন কি করে চলে?

নীরদা। এই কটা দিন বই ত নয়! ধার-ধোর করে চালিয়ে নেব।

হেমন্ত। এইটিই ত তোমার ছেলেমানুষি। ধার যে করবে বলচ, কি ভরসায় ধার করবে? ধর, আজ তুমি দু'শ টাকা ধার করে সব তোমার স্বামীর জন্মোৎসবে খরচ করে বসলে, আর কাল যদি তোমার স্বামীর মাথায় ছাদ ভেঙ্গে পড়ে, তখন—?

নীরদা। আহা, কি যে অলক্ষুণে কথা বল তার ঠিক নেই! থাক্, থাক্, অত জমাখরচ করতে হবে না, তুমি নিজের কাজ করগে!

হেমন্ত। ধর, তাই-ই যদি হয়, কি কর তুমি তা হলে?

নীরদা। যাও, যাও, তোমার সঙ্গে আমি বাজে বকতে পারি না।

হেমন্ত। যদি ভেঙ্গেই পড়ে গো, বল না, কি হবে তখন?

নীরদা। আমার মাথা হবে আর মুণ্ডু হবে, যাও তুমি! (চোখে কাপড় ঢাকিলেন)

হেমন্ত। ছেলেমানুষি আর কাকে বলে,? আমি ঠাট্টা করলুম, আর তোমার চোখ ছল্‌ছলিয়ে উঠল। যাক্ এসব কথা। দেখ নীরো, তবে শোনো, আমার মনের কথা ত তুমি জান! আমি চাই—একটি পয়সাও ধার করব না—ঋণগ্রস্ত কখনো হব না। যে সংসারে একবার ঋণের অশান্তি ঢুকেছে, সেখানে কি কখনো সুখ থাকতে পারে? এদ্দিন যখন

আমরা কষ্টেস্মৃষ্টে সোজা পথ ধরে চলে এসেচি, তখন বাকী কটা দিনের জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে কেন আর অস্বস্তির বোঝা ঘাড়ে চাপাই? সত্যি, তুমি ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না—কথাটা বুঝে দেখ।

নীরদা। না, এতে ক্ষুণ্ণ হবার কি আছে? তবে তুমি বড় চাকরি পেয়েচ, তার উপর আজ তোমার জন্মদিন, তাই আমি একটু আমোদ করতে চাচ্চি। আমার আজকের ইচ্ছাগুলি তুমি অপূর্ণ রেখো না, লক্ষীটি! আজ আমায় সাধ মিটিয়ে উৎসব করতে দাও।

হেমন্ত। আচ্ছা বেশ, তাই হোক্ তবে। আমি এখন কাজ করিগে। ও আবার কি! মুখ ভার করে রইলে তবু? চোখের পাতা ভিজে রইলো যে! নাঃ, তুমি দেখচি নেহাৎ ছেলে মানুষ। আচ্ছা, কত টাকা হলে তোমার এই আজকের খরচ চলে, বল, দশ—পনেরো—বিশ—পঞ্চাশ? তুমি কি ভাব আমি একটা আন্দাজ করতে পারি না? আচ্ছা, এই নাও পঞ্চাশ টাকা। কেমন, এতে হবে ত?

নীরদা। (টাকাগুলি হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া—সস্মিত মুখে) ঢের হবে। এথেকে বরং দিন কতক সংসার খরচও চলবে।

হেমন্ত। বেশ কথা!

নীরদা। জিনিষপত্তর কেনাতে যে বেশী খরচ আমি করি, তা কিন্তু বলতে পারো না। কেমন সস্তায় এ-সব কাপড় জামা ছেলেদের জন্য আনিয়েচি! খেলনাগুলিও দেখ! বড় খোকার জন্য এই বন্দুকটা! ছোট খোকার জন্য এই ঘোড়া আর ড্রাম্। খুকীর জন্য এই পুতুল আর ঝুমঝুমি। আর বেশী দিয়ে কি হবে? হাতে পড়ামাত্রই ত ভেঙ্গে ফেলবে! বুড়ী আয়ির জন্য এই কাপড়খানা আনিয়েচি। বেচারীকে এর চেয়ে একটু ভাল জিনিষ দিলে হ'ত বেশ, কিন্তু পেরে ওঠা গেল না!

হেমন্ত। আর ঢাকা রয়েছে ওগুলো কি?

নীরদা। না, না, ও-সবে হাত দিয়ো না। সন্ধ্যের আগে ও সব খোলা হচ্ছে না।

হেমন্ত। বেশ কথা। এ-সব যেন হ'ল। এখন বল দেখি, নিজের জন্য তুমি কি চাও?

নীরদা। কি চাই আবার! কিচ্ছু না—আমার ত কিচ্ছুরই দরকার নেই।

হেমন্ত। তোমার দরকার না থাকতে পারে, আমি কিন্তু, কিছু দিতে চাই যে! বল, কি নেবে?

নীরদা। (কাপড়ের খুঁট আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে) যদি দিতে চাও, ত একটি জিনিস দাও। তুমি আমায় শুধু—শুধু তুমি—

হেমন্ত। আহা, বলেই ফেল না—

নীরদা। আমায় শুধু কিছু টাকা দাও। যা পার। তারপর এরই ভিতর একদিন আমি নিজের পছন্দমত কিছু কিনে আনাব।

হেমন্ত। ওহো, বুঝেচি। এখনও বুঝি কিছু কিনতে বাকী আছে, তাই টাকার দরকার! না, না, নগদ টাকা দেব না তোমায়। টাকা হাতে পেলে এখনই ছাইভস্ম কতকগুলো কি কিনে আনাবে, কিংবা সংসারে লাগিয়ে দেবে। তারপর আবার আমায় দো-কর দিতে হবে।

নীরদা। না গো না, ও-টাকা আমি তোমার সামনেই বাক্সে তুলে রেখে দেব না হয়! কি এত বাজে খরচ আমি করি? তুমি জাননা, তাই অমন বল। যতদূর পারি আমি বাঁচাতেই চেষ্টা করি।

হেমন্ত। (হাসিয়া) বাঁচাতে যা চেষ্টা কর, তা জানি। কিন্তু এ পর্যান্ত একটি সিকিপয়সাও বাঁচাতে পেরেচ কি?

নীরদা। দেখ, তুমি কিছু বোঝ না, তাই অমন কথা বল। গেরস্থালির ধারণাই যার তোমার নেই—

হেমন্ত। গেরস্থালির ধারণা না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার খরচ-পত্রের ধারণা অনেকটাই আমার আছে। তোমারই বা দোষ কি, বল? ছেলেবেলায় যেমন শিখে এসেচ, তেমনি ত করবে? শ্বশুর মশায় ছিলেন একজন মস্ত খরচে লোক; তাঁরই মেয়ে তুমি! রক্তের সম্পর্ক যাবে কোথায়!

নীরদা। আহা, বাবা আমার স্বর্গে গেছেন! তাঁর ধনদৌলত না হোক্, তাঁর গুণগুলিও যদি পেতুম!

হেমন্ত। তাঁর কোন-কিছুই তোমার পেয়ে কাজ নেই। যেমন আছ, তেমনিটিই থাক তুমি। আমার ঘরের লক্ষ্মী—নয়নের আলো—হৃদয়ের সুখ! তুমি আমার এমনিই থাক, তাহলেই আমার সব থাকবে। আচ্ছা, আজ তোমায় এত বিমর্ষ দেখচি কেন?

নীরদা। রোজই ত তুমি তাই দেখ!

হেমন্ত। সত্যি! ভারী তোমায় শুক্‌নো দেখ্‌চি আজ। আচ্ছা, তাকাও দেখি আমার দিকে।

নীরদা। ওই করি আর কি! নাও, সকালে উঠেই এলেন আমার সঙ্গে রঙ্গ করতে। যাও, যাও! আমার আর কাজ নেই কিনা! ও আয়ি, ও বুড়ি—কোথায় গেলি আবার? আয় না এদিকে। চট্‌পট্‌ সব গুছিয়ে ফেলি। বেলা হয়ে পড়্‌লো যে!

হেমন্ত। আচ্ছা, আমি তবে বাইরে চল্লুম। বলাইয়ের হাতে টাকা পাঠিয়ে দিচ্চি।

নীরদা। ঠাকুরপোকে ওবেলা এখানে খাবার কথা বলে দিও। আর-যাকে যাকে বলবার বলে এসো।

হেমন্ত। হ্যাঁ, রমেনকে আবার আলাদা করে কি বলবে? সে ত রোজই আসে, বলা যাবে তখন! আজ সন্ধ্যেটা বেশ আমোদেই কাটবে তা হ'লে,—এ্যাঁ? আজ হ'ল তোমার স্বামীর জন্মোৎসব! কি বল?

নীরদা। তুমি ঠাট্টা করচ, কিন্তু আজ আমার যে কি আনন্দ, তা আর তোমায় কি বলব!

হেমন্ত। ঠাট্টা করব কেন? তোমার আনন্দে আমিও আনন্দ বোধ করচি। তোমার চোখে-মুখে যে কি নির্ব্বাক্ আনন্দ উথ্‌লে উঠ্‌চে তা কি আমি বুঝতে পাচ্চি না?

(ভৃত্য বলাই প্রবেশ করিল)

বলাই। একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন।

হেমন্ত। আমি চল্লুম।

বলাই। ডাক্তারবাবু এসে বসে আচেন। অনেকক্ষণ তিনি এসেচেন।

[নিষ্ক্রান্ত।

হেমন্ত। রমেন এসেচে? তা বলতে হয় এতক্ষণ!

[বাহির হইয়া গেলেন।

(সঙ্কুচিতভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে লীলাবতী প্রবেশ করিলেন)

লীলাবতী। কেমন আছ নীরদা?

নীরদা। (সন্দিগ্ধভাবে) আপনি ভাল আছেন?

লীলাবতী। তুমি এখনো আমায় ভাল চিন্‌তে পারনি বোধ হয়?

নীরদা। হাঁ, না—কৈ ভাল মনে পড়চে না ত!—বোধ হয়—বোধ হয়—ওহো, হয়েচে, হয়েচে। তুমি আমাদের সেই লীলাবতী—লীলা দিদি?

লীলাবতী। হাঁ, আমি সেই লীলাবতী।

(নীরদা সানন্দে লীলাবতীকে জড়াইয়া ধরিলেন; তারপর তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন—নিজেও বসিলেন)

নীরদা। আমি ত ভাই চিনতেই পারিনি তোমায়! কি রকম যে বদলে গেচ তুমি!

লীলাবতী। হাঁ বোন, ন-দশ বছর ত কম দিন নয়! অনেক ঝড় মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেচে। তারই চিহ্ন এখনো শরীরে রয়েচে।

নীরদা। ওঃ, আজ কদ্দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল দিদি! তোমাদের আশীর্ব্বাদে ভাই, আমি বেশ সুখেই ঘরকন্না কচ্চি। তুমি কিন্তু, দিদি, বড্ড কাহিল হয়ে গেচ।

লীলাবতী। আর বুড়োও হয়েচি।

নীরদা। নাঃ, বুড়ো তেমন কি! তবে শোকে তাপে—(হঠাৎ থামিয়া বিষণ্ণভাবে) মাপ কর দিদি। আমি স্বার্থপরের মত নিজের সুখের কথাই বলে যাচ্চি। তোমার কথা—

লীলাবতী। কেন, কি হয়েচে তাতে?

নীরদা। তোমার পোড়া অদৃষ্টের কথা আমি শুনেচি।

লীলাবতী। হাঁ বোন্, তিন বছর হ'ল, আমি বিধবা।

নীরদা। সবই অদৃষ্ট! যখন এ-কথা শুনলুম, কতবার তখন মনে হ'ল, তোমায় চিঠি লিখি। কিন্তু দিদি, সংসারেব নানান্ ঝঞ্ঝাটে চিঠি লিখেও তোমার খোঁজ নিতে পারি নি। তুমি কি মনে করেচ, না জানি!

লীলাবতী। না বোন্, আমি তোমায় ভাল রকমই চিনি।

নীরদা। আহা, কি কষ্ট তোমার দিদি! স্বামী নেই, পুত্র নেই, কেউ নেই। সঙ্গতিও কিছু রেখে যান নি বোধ হয়?

লীলাবতী। কিছু না, বোন।

নীরদা। ছেলে-পিলেও কিছু হয় নি ?

লীলাবতী। না।

নীরদা। তা হলে ত কোন চিহ্নই নেই !

লীলাবতী। না, এতটুকুও চিহ্ন নেই। স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা, সে'ও এক মস্ত সুখ। তাও আমার অদৃষ্টে নেই। যাক্ সে কথা। তোমায় আজ দেখ্‌তে পেয়ে বড় সুখী হলুম। তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি ? কোথায় তারা ?

নীরদা। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারা সব বেড়াতে গেচে, এল ব'লে। তুমি নিজের কথা চাপা দিচ্চ কেন দিদি ? তুমি এখন কি করচ, কোথায় এসে রয়েচ ? সব আমায় বল, শুনি।

লীলাবতী। এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রয়েচি,—তাঁর গলগ্রহ হয়ে। আমার কথা আর কি শুনবে ? তোমার ঘরকন্নার কথা ক'ও যে শুনে সুখী হই। তোমার স্বামী কি করেন ?

নীরদা। এই ক' বছর ধরে ত কোর্টে বেরুলেন, কিন্তু সুবিধে কিছুই হ'ল না। তা ভগবান এবার মুখ তুলে চেয়েচেন, ব্যাঙ্কে আটশ' টাকার একটি চাকরি তিনি পেয়েচেন। এই ক'টা দিন গেলে বাঁচি। তা হ'লে পয়সার মুখ দেখতে পাব। পয়সার কষ্ট আর সইতে পারি না। দশটা নয়, পাঁচটা নয়,—তিনটিমাত্র ছেলে, তাদেরও মনের মত কোন জিনিষ দিতে-থুতে পারি না !

লীলাবতী। (ঈষৎ হাসিয়া) নীরদা, দেখ্‌চি তুমি ইস্কুলের সেই নীরদাই আছ। তেমনি ছেলেমানুষ, তেমনি সাদাসিধে, তেমনি সব। পয়সার অভাব মোটেই সহ্য করতে পার না !

নীরদা। (হাসিতে হাসিতে) উনিও আমায় ঠিক ঐ কথাই বলেন

বটে। কিন্তু যাই বল তোমরা, নীরদা এখন আর বোকা নয়। এখন কি আর বাজে খরচ করবার আমাদের অবস্থা? দু'জনেই আমরা হাড়হদ্দ খেটে অস্থির।

লীলাবতী। তোমাকেও খুব খাটতে হয়, বুঝি?

নীরদা। টানাটানির সংসারে না খাটলে চলবে কেন, ভাই? (নিম্নস্বরে) ওঃ, কি বিপদই যে আমার মাথার উপর দিয়ে গেচে!

লীলাবতী। বিপদ?

নীরদা। হাঁ, ওকালতিতে প্রথম-প্রথম যখন ওঁর একেবারেই কিছু হ'ত না, তখন উনি রাত্রি জেগে খবরের কাগজের জন্য লিখতেন কি না! একে হাড়হদ্দ খাটুনি, তার উপর রাত্রি জাগা, অত সইবে কেন? ভয়ানক ব্যারামে পড়লেন। ডাক্তার বল্লে, হাওয়া বদলাতে।

লীলাবতী। সে আমি শুনেচি। ওয়াল্টেয়ারে না কোথায় তোমরা এক বচ্ছর ছিলে না?

নীরদা। ওয়াল্টেয়ারে। সে কি দিদি সহজ ব্যাপার? তখন সবে আমার বড় খোকাটি হয়েচে আর কি! সুন্দর জায়গা কিন্তু ওয়াল্টেয়ার! আর ধন্যি সেখানকার জল-হাওয়া! অত যে অসুখ, সেখানে পা দেওয়া মাত্রই কমে গেল। কিন্তু দিদি, বিস্তর টাকা খরচ হয়ে গেচে।

লীলাবতী। তা ত হবেই।

নীরদা। একশ' আধশ' হ'লে ত কথা ছিল না। একেবারে হাজার টাকা! ব্যাপারখানা বুঝে দেখ!

লীলাবতী। ভাগ্যে সেই বিপদের সময় অত টাকা জুটেছিল, তাই রক্ষে!

নীরদা। তা আর বলতে দিদি!—বাবাই সব টাকা দিয়েছিলেন।

লীলাবতী। সত্যি! তা হ'লে ত ভালই হয়েছিল। তিনি ঠিক সেই সময়েই মারা যান না?

নীরদা। হ্যাঁ। বল দেখি, কি রকম মুস্কিলে তখন পড়েছিলুম! মেজ খোকা পেটে—আমার নিজেরই ওঠবার সামর্থ্য নেই; তার উপর উনি ব্যারামে পড়লেন—ওদিকে বাবা মৃত্যুশয্যায়—তেমন বিপদে আমি আর কখনো পড়িনি।

লীলাবতী। স্বামীগতপ্রাণ তোমার, তা ত জানি বোন!

নীরদা। টাকাটা হাতে এসে পড়ল, আর ওদিকে ডাক্তারও খোঁচাতে লাগলেন, কাজেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু বাবার সঙ্গে শেষ দেখা আমার হ'ল না।

লীলাবতী। তোমার স্বামী নীরোগ হয়ে ফিরে এসেচেন ত?

নীরদা। হাঁ।

লীলাবতী। তবে আবার তোমার বাড়ীতে ডাক্তার কি জন্য?

নীরদা। কোন্ ডাক্তার?

লীলাবতী। এই না তোমাদের চাকর বলছিল যে ডাক্তার বাবু এসে বসে রয়েচেন?

নীরদা। ওঃ, উনি হলেন আমাদের আপনার লোক। সম্পর্কে ওঁর ভাই হন, রোজ এমনি বেড়াতে আসেন। তোমাদের আশীর্ব্বাদে দিদি, এখন আর আমাদের কারো অসুখ-বিসুখ নেই। কিন্তু আমি ত নিজের কথাই বলে যাচ্চি! কি স্বার্থপর আমি! আচ্ছা, কিছু না মনে কর ত একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীতে তেমন সদ্ভাব ছিল না শুনেচি। কেন?

লীলাবতী। মা তখন বেঁচে। তুমি জানতে না বোধ হয় যে, বাবা

মারা যাবার পর আমরা জেনানা মিশনে আশ্রয় নিয়েছিলুম, সেখানে আমায় হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ করতে হ'ত। মা আগে থেকেই কঠিন রোগে ভুগছিলেন, ক্রমে ব্যামো আরো বেড়ে গেল—আর এদিকে ভাই দুটিরও দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। এই রকম কষ্টে প'ড়ে পাঁচজনের কথামত না ভেবে-চিন্তে মা আমার বিয়ে দিয়ে ফেল্লেন, মনে কল্লেন, আমার একটা হিল্লে হবে আর ভাই দুটিরও সাহায্য হবে।

নীরদা। সে ত ভালই হয়েছিল। শুনেচি তোমার স্বামী বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন।

লীলাবতী। তিনি কারবার করতেন। যখন বেঁচে ছিলেন, সংসার বেশ ভালই চলত। কিন্তু মারা গেলে দেখা গেল, বিস্তর দেনা। যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও সে দেনা শোধ হ'ল না। আমায় পথে বসতে হ'ল।

নীরদা। তারপর ?

লীলাবতী। তারপর আর কি! আবার আমি জেনানা মিশনে চাকরি নিলুম। কিন্তু সেখানে বেশী দিন পোষাল না। মিশনের চাকরি ছাড়ব-ছাড়ব কচ্চি এমন সময় একটি ভদ্রলোক আমাকে তাঁর দুটি মেয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত কল্লেন। এই রকম পাঁচ জায়গায় ঘুরে ভাইদুটিকে কোন রকমে মানুষ করেচি। বড়টি সামান্য এক চাকরি পেয়েচে। ছোটটি পড়চে। ভাই দুটিই এখন আমার ভরসা। মা কিন্তু আর বেঁচে নেই।

নীরদা। তুমি তাহলে এখন নিশ্চিন্তি ?

লীলাবতী। হাঁ, অনেকটা বৈ কি! কিন্তু বড়ই যেন হাল্কা ঠেক্‌চে। সংসারে কোন বন্ধন নেই—কোনরকম দায়িত্বই নেই, তাই বোধ হয় এক জায়গায় বেশী দিন থাকতে পারি না। এদিকে এসে পড়লুম, সুবিধা-মত একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায়—যদি তাতে মন বসে।

নীরদা। দেখ দিদি, তোমার শরীরটা কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে গেচে। দিন কতক কোথাও গিয়ে নয় হাওয়া বদলে এস।

লীলাবতী। আমার কি বাপ আছে নীরদা, যে তিনি তার খরচ জোগাবেন?

নীরদা। রাগ কল্লে দিদি?

লীলাবতী। রাগ নয়, বোন্, দুঃখ কচ্চি। যে রকম দুরবস্থায় আমি পড়েচি তা আমিই জানি। কাউকে এখন আর খাওয়াতে পরাতে হয় না বটে, কিন্তু নিজের পোড়া পেটটা ত আছে! যৎসামান্য হলেই চলে, কিন্তু তাই-বা জোটে কই? অভাব আমায় এমনি স্বার্থপর করে তুলেচে, যে বল্লে হয়ত বিশ্বাস করবে না, যখন তুমি বল্লে যে তোমার স্বামীর বড় চাকরি হয়েচে, তখন সেই কথা শুনে তোমাদের উন্নতির জন্য যত না আনন্দ হয়েচে, আমার নিজের লাভের আশায় তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হচ্চে।

নীরদা। ভাল বুঝলুম না ভাই তোমার কথা। তোমার কি ধারণা ইনি তোমার কোন উপকার করতে পারেন?

লীলাবতী। হাঁ, কি জানি কেন, আমার সেই ধারণাই হয়েচে।

নীরদা। ওঁর যদি সামর্থ্য থাকে, অবশ্য করবেন বই কি—নিশ্চয় করবেন। তোমার কথা ওঁকে আমি বলব। যেমন করে পারি, তোমায় সাহায্য করব।

লীলাবতী। (গদ্‌গদভাবে) ছেলেবেলার সেই ভাব এখনো যে তোমার বজায় আছে, তুমি এখন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের কর্ত্রী হয়েও যে আমার মত অনাথার সঙ্গে আলাপ করচ—আমার দুঃখে দুঃখিত হচ্চ, এ-যে আমার কি সৌভাগ্য—কি আনন্দের, তা আর বলতে পারি নে। নীরদা,

তুমি সংসার ঠিক চিনেচ কি ? এত সরল তুমি, যে সংসারের কিছুই বোধ হয় এখনো জান না !

নীরদা। আমি ? কিছুই আমি জানি না ? বল কি দিদি ?

লীলাবতী। (ঈষৎ হাস্যে) হাঁ, নীরদা। তোমার ত এই ছোটখাট সংসার ! তার আবার ঝঞ্ঝাট কি ? তুমি ত এখনো ছেলেমানুষ বোন্।

নীরদা। (সহাস্যে) তুমিই বা আর গিন্নী কিসে, দিদি ?

লীলাবতী হাসিলেন।

নীরদা। আর পাঁচজনেও বলে, তুমিও বলচ। সবাই বলে, শক্ত কাজ একটুও আমার দ্বারা হয় না।

লীলাবতী। তবেই বোঝ।

নীরদা। সবাই বলে সংসারের কোন কষ্ট কখনো আমায় ভোগ করতে হয় নি।

লীলাবতী। দুঃখ-কষ্ট সকলকে একটু না একটু পেতেই হয়। এইমাত্র ত তুমি তোমার কষ্টের কথা আমায় বলেচ !

নীরদা। হায় দিদি ! ও সব কষ্ট ত কষ্টই নয় ! (নিম্নস্বরে) আসল কথাই তোমায় বলি নি।

লীলাবতী। আসল কথা ! সে আবার কি ?

নীরদা। তুমি আমায় কেবল ছেলেমানুষ বলেই ঠাউরে রেখেচ। কিন্তু সে তোমার মস্ত ভুল, দিদি।

লীলাবতী। আমার নিজের কথা এই, মা যে শেষ বয়সে কষ্ট পান নি, ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে তাঁকে রেহাই দেবার উপায় ভগবান যে আমারই হাতে জুটিয়ে দিয়েছিলেন, তা মনে হ'লে আমার খুবই আনন্দ হয়।

নীরদা। তোমার ভাইদুটিকে যে তুমি মানুষ করতে পেরেচ, সে জন্যে তোমার গর্ব্বও হয় ত ?

লীলাবতী। তা একটু হয় বই কি।

নীরদা। তবে শোন দিদি, তোমায় সব কথা বলি। আমিও এমন কাজ করেচি, যার জন্যে আমার ভারী আনন্দ হয়—আর গর্ব্বও হয় !

লীলাবতী। তুমি কি বলচ, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্চি না।

নীরদা। চুপ। আস্তে কথা ক'ও। উনি যেন শুনতে না পান। উনি—শুধু উনি কেন, জগতের কেউ যেন না টের পায়—

লীলাবতী। কি এমন কথা ?

নীরদা। স'রে এস দিদি, আস্তে কথা কও। চল, ওই কোণটাতে যাই।—দেখ, আমার স্বামীর প্রাণ আমিই রক্ষা করেছিলুম।

লীলাবতী। তুমি করেছিলে ? কি রকমে ?

নীরদা। আগেই ত বলেচি, ওয়াল্টেয়ারে ওঁকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে গেছলুম। সেখানে না গেলে কি উনি বাঁচতেন ?

লীলাবতী। তা ত বুঝলুম। কিন্তু তোমার বাবাই না সব খরচ দিয়েছিলেন ?

নীরদা। উনি তাই বুঝেছিলেন, বটে। অপরেও তাই জানে।

লীলাবতী। আসল কথা তবে কি ?

নীরদা। বাবা একটি পয়সাও দেন নি। আমি নিজেই টাকার জোগাড় করেছিলুম।

লীলাবতী। তুমি করেছিলে ? সব টাকার ?

নীরদা। হাঁ দিদি, হাজার টাকার সবই আমি লুকিয়ে জোগাড় করেছিলুম।

লীলাবতী। অবাক্ করলে বোন্। অত টাকা কোথায় পেলে তুমি ?

নীরদা। হুঁ-হুঁ (গুন্‌গুন্ স্বরে—সস্মিত মুখে) আঁচ কর না—!

লীলাবতী। ধার অবিশ্যি করতেই পার না।

নীরদা। (চমকিয়া) কেন ? ধার করতে পারি না কেন ?

লীলাবতী। স্বামীর অমতে কি করে ধার করবে ? তা'ও কি, হতে পারে ?

নীরদা। (মাথা দোলাইয়া) পারে গো,—যদি স্ত্রীর কাজের বুদ্ধি থাকে, স্ত্রী যদি একটু চালাক চতুর হয়, তাহলে—

লীলাবতী! কি বলচ তুমি, নীরদা ? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নীরদা। বুঝে আর তোমার কাজ নেই। আমি ত এখনও বলিনি যে আমি ধার করেচি। অন্য উপায়ে পেয়ে থাকতে পারি। (অবসন্ন-ভাবে মেঝেতে শুইয়া পড়িলেন) রূপের ফাঁদ পেতেও ত পারি !

লীলাবতী। তুমি পাগল !

নীরদা। কেমন—ইচ্ছে হচ্চে না জানবার ?

লীলাবতী। শোন নীরদা, ধার যদি করে থাক, তাহ'লে কাজটি ভালো হয় নি।

নীরদা। (উঠিয়া বসিলেন) কেন ? ভালো নয় কিসে ? স্বামীর প্রাণ রক্ষা করা ?

লীলাবতী। তাঁর অমতে—তাঁকে না জানিয়ে—?

নীরদা। কিন্তু তাঁকে না জানতে দেওয়াই যে দরকার ছিল, দিদি ! কি রকম সাংঘাতিক ব্যামোয় তিনি পড়েছিলেন, সেইটে তাঁর জানতে না পারাই দরকার হয়েছিল যে ! ডাক্তার আমায় আড়ালে ডেকে বল্লেন,

হাওয়া-বদলানোই হ'ল এ রোগের একমাত্র ওষুধ। কিছুদিন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে না থাকলে কিছুতেই রোগ সারবে না। আমি তাঁকে রাজি করিয়েছিলুম কি করে, জান? তাঁকে বুঝিয়েছিলুম যে আমার নিজেরই বেড়াবার ইচ্ছে। বল্লুম যে ওয়াল্টেয়ার ভারি চমৎকার জায়গা, —আমার বড্ড ভাল লাগে সেখানে থাকতে। চোখের জল ফেলতেও বাকী রাখি নি। তবু কি তিনি শোনেন? কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। বল্লুম, আমার শরীরের এখন যা অবস্থা, তাতে এ সময় অন্তত আমার আবদার তাঁর রাখা উচিত। না হয় কিছু ধারই হবে। ধারের নাম করতেই তিনি চটে উঠলেন, বল্লেন. স্বামীর কর্ত্তব্য তিনি ভাল রকম বোঝেন—আমার খেয়ালের প্রশ্রয় তিনি কিছুতেই দেবেন না। তা ছাড়া আমি বোকা, আহাম্মক, আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এই রকম কত কথাই আমায় শুনিয়ে দিলেন। আমিও সঙ্কল্প করেছিলুম—তুমি যত বাধাই দাও না, তোমাকে রক্ষা আমি করবই। তোমার প্রাণ বড়, না, পয়সা বড়? তার পর দিদি, বুঝলে—বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমি ঐ উপায়ই ঠিক করেছিলুম।

লীলাবতী। তোমার বাবা যে টাকা দেন নি, সে কথা কি তিনি তারপর কখনো ওঁকে বলেন নি?

নীরদা। না। তিনি ঠিক সেই সময়েই মারা গেলেন কি না! আমার মতলব ছিল বাবাকে এ-কথা জানিয়ে রাখবার—যাতে তিনি কথাটা গোপন রাখেন। কিন্তু তাঁর তখন বড্ড অসুখ—সেই অসুখই শেষ কাল হ'ল। আর তাঁকে ও-কথা জানানোই হ'ল না।

লীলাবতী। তোমার স্বামীকে তাহ'লে এ-কথা মোটেই বল নি?

নীরদা। সর্ব্বনাশ! তাহ'লে কি আর রক্ষে থাকত দিদি? ওঁরই

অসুখের দরুণ এত টাকা খরচ করেচি শুনলে উনি কি আর আমার মুখ দর্শন কর্ত্তেন ? তাহ'লে আজ আমাদের এই যে সুখের সংসার দেখচ, এ কোন্ দিন ভেঙ্গে যেত।

লীলাবতী। তাহ'লে তোমার মতলব,—কস্মিনকালেও ওঁকে এ-কথা জানাবে না ?

নীরদা। (অন্যমনস্কভাবে) তা—হয়ত—কোন দিন না কোন দিন—ধর, অনেক বছর পরে—এই যখন বুড়-সুড় হব, বুঝলে কি না ?—তুমি হাসচ যে! এই মনে কর না, যখন আমার এত বেশী বয়স হবে যে উনি আর আমায় নিয়ে মজে থাকবেন না। যাও দিদি, তুমি ভারী দুষ্টু। কি যে মাথামুণ্ডু বকাচ্চ, তার ঠিক নেই। সে দিন কিন্তু আসবে না—কখ্খনো না, কখ্খনো না। আচ্ছা দিদি, তোমার এখন কি মনে হয় ? তবু কি আমায় বোকা বলবে ? এই ধার নিয়ে যে কি নাকাল আমি হচ্চি, তা আমিই জানি। এই টানাটানির সংসারে এত টাকা শোধ দেওয়া কি মুখের কথা ? প্রতি তিনমাস অন্তর টাকা দিতে হচ্চে—ভাবো দিকিন্ ব্যাপারটা একবার!

লীলাবতী। তাইত! ভারী মুস্কিলেই ত পড়েচ তুমি!

নীরদা। সে কথা আর বলতে! হাজার-দু'হাজার রোজগার নেই যে তা থেকে কোন রকমে বার করে নেব। বেশ বুঝে-সুঝেই চলতে হয়। তার ওপর ওঁর আবার পাই-পয়সার হিসেব থাকে। তবু তারই ভেতর থেকে নানা অছিলায় কিছু-কিছু আদায় করে নি। একবার উনি একমাসের জন্য মফঃস্বলে গেছলেন। সেই সময়টা দিন-রাত খেটে অনেক ভাল-ভাল উলের কাজ তৈরী করি। সেগুলো বিক্রী করে দু'তিন দফার টাকা শোধ করে দি। এই রকম কত ফিকির যে খাটাতে হয় দিদি, দেনা শোধ করবার জন্য!—

লীলাবতী। কত শোধ করেচ ?

নীরদা। তা ঠিক জানি না। তবে এই জানি যে একটি পয়সাও যখনি বাঁচাতে পেরেচি, তখনি সেটি দেনায় দিয়েচি। সময়-সময় দিদি, আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ভেবে যখন কূল-কিনারা পাই না, তখন চুপ করে বসে আকাশ-কুসুম ভাবি, যেন আমি ওয়াল্টেয়ারে সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্চি, বেড়াতে-বেড়াতে যেন ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের উপর বসে পড়লুম, সন্ধ্যে হয়-হয়,—এমন সময় পাথরটা হঠাৎ নড়ে উঠল—আমি চম্‌কে লাফিয়ে পড়লুম—লাফিয়েই দেখি একটা মস্ত গর্ত্ত, আর গর্ত্তের ভেতর এক ঘড়া মোহর !

লীলাবতী। হা আমার কপাল !

নীরদা। কিন্তু আমার আকাশ-কুসুম সত্যি-সত্যি ফ'লে গেল। মোহরের ঘড়া না হোক্ টাকার ঘড়া ত দেখব! ওর চাকরি বজায় থাকলে, এক বছরের মধ্যে সব টাকা হেসে-খেলে শোধ দিতে পারব। (বাহিরের দিকে চাহিলেন) ও কে ওখানে উঁকি মারচে ? (ভৃত্যকে ডাকিলেন) দেখত বলাই, ওখানে কে ?

লীলাবতী। আমি এখন আসি তবে।

নীরদা। না, না, তুমি বস ! এখানে কেউ আসবে না।

(ভৃত্য প্রবেশ করিল)

ও কে, বলাই ?

বলাই। খাতাঞ্জি বাবু।

নীরদা। খাতাঞ্জি বাবু আবার কে ?

বলাই। সেই যে,—ব্যাঙ্কে কাজ করেন।

(দরজার পাশ হইতে আওয়াজ আসিল) আমি—কামাখ্যাচরণ।

(কামাখ্যাচরণ প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া লীলাবতী ত্রস্তভাবে এক কোণে সরিয়া গেলেন)

নীরদা। (অগ্রসর হইয়া কম্পিতস্বরে) কি, তুমি হঠাৎ যে? এমন অসময়ে কি মনে করে?

কামাখ্যা। খাবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি, সুতরাং অসময়ে নয়, সময়েই এসেচি। তবে কোন কষ্ট দেব না। এখন একটি-বার বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব।

নীরদা। তা হ'লে তাঁর কাছে না গিয়ে এখানে হাজির হবার প্রয়োজন?

কামাখ্যা। রাগ করবেন না। যে কাজে এসেচি, তাতে আপ-নারও হাত আছে। তাই প্রথমেই আপনাকে একবার দেখা দিয়ে গেলুম। আমি চল্লুম তবে তাঁর কাছে। ফেরবার সময় সব বলে যাব।

[নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

লীলাবতী। ও কে ভাই?

নীরদা। সম্পর্কে ভগ্নীপতি হয়। আমার মামা'ত বোন কিরণের সঙ্গে ওর বে হয়েছিল। বাবাই উয্যুগ করে বে দিয়েছিলেন—তারা বড্ড গরিব ছিল কি না!

লীলাবতী। ও তা হলে সেই লোক!

নীরদা। তুমি ওকে চেন?

লীলাবতী। খুব চিনি। ও আমাদের ওখানে মোক্তারি করত।

নীরদা। হ্যাঁ, মোক্তারিই বরাবর করত। তারপর কি-সব কাণ্ড করে এখন ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়েচে। সেই ব্যাঙ্কেই উনি কাজ পেয়েচেন।

লীলাবতী। লোকটা কিন্তু ভয়ঙ্কর বদলে গেচে।

নীরদা। ছাই বদলেচে! ভগ্নীপতি বলে পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায় আমার।

লীলাবতী। স্ত্রীটি মারা গেছে না?

নীরদা। হ্যাঁ, মরেচে না বেঁচেছে! বেচারী অনেকগুলি ছেলেপিলে রেখে গেচে, কিন্তু।

লীলাবতী। শুনেচি লোকটা অনেক রকমের কাজ-কারবার করে।

নীরদা। কি কারবার যে ও না করে!

(রমেন্দ্র হেমন্তের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতে আসিতে)

রমেন্দ্র। (হেমন্তকে লক্ষ্য করিয়া) না দাদা, তোমার কাছে বসে মিথ্যে বেলা বাড়াব না।—এখন একবার বৌদির সঙ্গে দেখা করে বাড়ী যাব।

(নীরদার কক্ষে যেমন প্রবেশ করিতে যাইবেন,
অমনি লীলাবতীকে দেখিয়া হটিয়া আসিলেন)

মাপ্ করবেন, আপনারা আছেন তা আমি জানতুম না।

নীরদা। না, না। এস তুমি। ইনি লীলাদিদি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে আমরা পড়েছিলুম।

রমেন্দ্র। (লীলাবতীর প্রতি) নমস্কার। আপনার নাম আমি অনেকবার শুনেচি। আমি যখন এখানে আসি, ফটকের কাছে আপনিই দাঁড়িয়েছিলেন না?

লীলাবতী। হ্যাঁ, আমিও আপনাকে দেখেচি।

রমেন্দ্র। আপনাকে ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল দেখ্‌চি। চিকিৎসা করাতে এখানে এসেচেন বুঝি?

লীলাবতী। না, তা নয়। আমাকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয় কি না, তাই শরীরটা এমন হয়েচে।

রমেন্দ্র। ও—আপনি তা হলে বেড়াতে এসেচেন—দিনকয়েক বিশ্রাম করতে?

লীলাবতী। না, আমি এসেচি, কাজের সন্ধানে।

রমেন্দ্র। কেন? সেটা বুঝি হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ওষুধ?

লীলাবতী। বেঁচে থাকতে হবে ত, ডাক্তার বাবু!

রমেন্দ্র। হাঁ,—বেঁচে থাকাটা নিশ্চয় দরকার। কারণ, দুনিয়ার সকলেই তা চায়।

নীরদা। নিজেই তা হলে স্বীকার ক'চ্চ ত ঠাকুরপো?

রমেন্দ্র। তা ক'চ্চি বই কি। যত দুর্গতিই হোক্ না, প্রাণটা দেহ ছেড়ে চলে যাক্, এ আর কে চায় বল? আমি অন্তত হাজারটা রোগী এ পর্যান্ত দেখোচ, দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও এমন কাউকে দেখিনি, যে মরতে চেয়েচে। যারা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত—একেবারে যারা পাপের চরম সীমায় পৌঁচে সয়তানের দাস হয়ে পড়েচে, তারাও ত কই একটিবারও মরতে চায় না! ভয়ঙ্কর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত একটা লোককে এখনই আমি দেখে এলুম, লোকটা ওই ঘরে বসে কথা কইচে—

নীরদা। কার কথা বলচ, ঠাকুরপো?

রমেন্দ্র। ঐ কামিখোর কথা। জানই ত—কি ঘৃণিত জীবন লোকটার! কিন্তু তা সত্বেও উঁচু গলায় ও বলতে ছাড়চে না যে ওর বাঁচা চাই-ই।

নীরদা। কি বল্‌চে?

রমেন্দ্র। ভাল শুনিনি। লোকটাকে দেখেই আমি বেরিয়ে এলুম। কি-সব ব্যাঙ্কের কথা কইচে।

নীরদা। কামিখ্যের সঙ্গে আবার ব্যাঙ্কের কি কথা ?

রমেন্দ্র। চাকরি-বাকরির কথা আর কি !

(নীরদা হাসিয়া উঠিলেন)

রমেন্দ্র। হাসলে যে বড় !

নীরদা। আচ্ছা, বল ত ঠাকুরপো, ব্যাঙ্কে যে সব লোক চাকরি করে, তারা সবাই কি এঁর নীচে ?

রমেন্দ্র। এই কথা ?

নীরদা। হাঁ, এত লোক আমার স্বামীর অধীনে কাজ করে—অতখানি ওঁর কর্তৃত্ব ?—ঐ যে আসচেন—

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন)

রমেন্দ্র। পাজিটার হাত থেকে ছাড়ান পেয়েচেন ?

হেমন্ত। হাঁ, এইমাত্র উঠে গেল।

নীরদা। (হেমন্তের প্রতি) ইনি আমার বন্ধু লীলাবতী—

হেমন্ত। ভারী খুসী হলুম।

নীরদা। ছেলেবেলায় যখন একসঙ্গে পড়তুম, আমরা দুটিতে একপ্রাণ ছিলুম।

হেমন্ত। ও—(উৎসুক নেত্রে চাহিলেন)।

নীরদা। কেবল তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ইনি এতদূর কষ্ট করে এসেচেন।

হেমন্ত। আমার সঙ্গে ?

লীলাবতী। না, না, তা নয়—তবে—

নীরদা। এঁর দুটি ছোট ভাই আছে, বড়টি বেশ লেখা-পড়া জানে।

হেমন্ত। বেশ !

নীরদা। তা জানলে কি হবে! মুরুব্বি ত কেউ নেই! সে এখন অল্প-স্বল্প মাইনে পায়। তুমি কেন তাকে ব্যাঙ্কে একটি ভাল চাকরি দাও না?

হেমন্ত। আচ্ছা দেখবো, হ'তেও পারে হয়ত।—আপনি ঠিক সময়েই এসেচেন।

লীলাবতী। এর জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম।

হেমন্ত। না, না, ও-সব কথা বলবেন না। (নীরদার প্রতি) আমি এখন একবার বেরুব।

রমেন্দ্র। আমিও চলি।

নীরদা। বেশী দেরী ক'রো না যেন।

হেমন্ত। না, দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।

লীলাবতী। আমিও তবে এখন আসি।

নীরদা। তুমি কোথায় যাবে দিদি? আজ এখানেই থাক না?

লীলাবতী। আমার কি অসাধ? তবে তাঁদের বলে আসা হয় নি কি না! কাল আবার আসব'খন।

নীরদা। কাল নয়। ওবেলা তা হ'লে এস—নিশ্চয়, নিশ্চয়। সন্ধ্যের আগে এখানে এসে পৌঁচানো চাই। আজ এঁর জন্মদিন—একটু আমোদ-আহ্লাদ করব ভাবচি। (বাহিরে ছেলেদের চীৎকার শুনা গেল) ওই যে ছেলেরা এসেচে। ওদের দেখে যাও দিদি। (দরজার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া) আয় না রে তোরা, এদিকে।

(ছেলেরা উল্লাসে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল এবং নীরদাকে জড়াইয়া ধরিল। নীরদা তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করিলেন)।

হেমন্ত। চল হে ডাক্তার, আর এখানে থাকা নয়। ছেলের মা ছাড়া এখানে আর কারো এখন টেঁকে থাকা শক্ত হবে।

[হেমন্ত ও রমেন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। লীলাবতী ছেলেগুলিকে সস্নেহে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

নীরদা। (গদ্‌গদভাবে) বাছারা যেন আমার সোনার পুতুল! নয় দিদি?

লীলাবতী। আহা বেঁচে থাকুক্।—তবে এখন আসি ভাই।

(লীলাবতী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। ছেলেদিগকে লইয়া নীরদা ফরাসের উপর বসিলেন। ছেলেরা কেহ তাঁহার মাথায় কেহ পিঠে চড়িয়া মহা উৎপাত লাগাইয়া দিল এবং সকলে একসঙ্গে মিলিয়া নিজের নিজের কথা বলিতে লাগিল। তিনিও তাহাদের কথার জবাব দিতে লাগিলেন)

নীরদা। তুমি গাড়ী টানছিলে?—অ্যাঁ, মেজ খোকা আর টুনি দু'জনে বসেছিল—আর একা তুমি তাদের টেনে নিয়ে গেছলে?—বাঃ, খুব বাহাদুর ত! আয়ি, দাও একবার টুনিকে আমার কোলে—আমার খুদুরাণীকে একটু আদর করি। (ছোট মেয়েটিকে লইয়া নাচাইতে লাগিলেন, দেখাদেখি অন্য ছেলেদুটিও নাচিতে লাগিল) তোমরা খুব ছুটোছুটি কচ্চিলে?—হাঃ হাঃ, ভারী মজাই হয়েছিল তাহ'লে।—আমিও একদিন তোমাদের সঙ্গে যাব—আর সকলে মিলে মাঠে ছুটোছুটি করব। আয়ি, তুমি নিজের কাজে যাও—আমি এদের জামা-কাপড় তুলে রাখব'খন।

(ছেলেদের গা হইতে জামা-কাপড় খুলিয়া লইয়া মেঝেতেই ফেলিয়া রাখিলেন এবং পা ছড়াইয়া বসিয়া পুনরায় তাহাদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন)

অ্যাঁ সত্যি? একটা কুকুর তোমাদের পেছনে-পেছনে দৌড়েছিল?

কামড়ায় নি ত ? নাঃ, টুক্‌টুকে ছেলেদের কি কুকুরে কামড়ায় ?—না, না, ওদিকে যেও না—খবরদার !—কি ওগুলো ?—ভারী খুসী হবে কিন্তু দেখলে—না, না, ও ভারী বিশ্রী জিনিষ। যেও না ওদিকে। এস আমরা খানিকক্ষণ খেলা করি—আচ্ছা, কি খেলা যায়, বল দেখি ?—লুকোচুরি ? তাই ভাল। মেজখোকা আগে লুকোবে কিন্তু।—আমি আগে লুকোব ?—আচ্ছা, তাই ভাল—আমিই আগে লুকোই।

(ইহাদের হাস্যধ্বনিতে ঘরখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। নীরদা চুপিচুপি বড় টেবিলের নীচে গিয়া লুকাইলেন ; ছেলেরা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে নীরদার চাপা হাসির আওয়াজে টেবিলের কাপড় তুলিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিল—এবং সকলে হাসিয়া উঠিল। নীরদা হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইলেন এবং ভারী গলায় কৃত্রিম আওয়াজে ছেলেদের ভয় দেখাইলেন, অমনি আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। এমন সময় দরজায় কে ঘা দিল, কিন্তু কেহ তাহা টের পাইল না। দরজা একটু ফাঁক হইল এবং কামাখ্যাচরণ প্রবেশ করিল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুনরায় খেলা চলিতে লাগিল)

(কামাখ্যা গলার সাড়া দিল)

নীরদা। (ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিলেন) কে ? (তিনি যেমন হাঁটুতে ভর দিয়াছিলেন, সেই ভাবেই কামাখ্যার দিকে চাহিলেন) কি চাও তুমি ?

কামাখ্যা। মাপ করবেন। দরজাটা খোলাই ছিল কি না ! বিশেষ জরুরি কথা বলেই—

নীরদা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু উঁরা এখন বাইরে গেচেন—

কামাখ্যা। তা আমি জানি।

নীরদা। তবে এখানে তোমার কি দরকার এখন ?

কামাখ্যা। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

নীরদা। আমার সঙ্গে কথা! (ছেলেদের প্রতি) আন্নির কাছে তোমরা যাও ত বাবা। একটু পরে আবার আমরা খেলা করব।

[ছেলেরা চলিয়া গেল।

আমার সঙ্গে কথা ?

কামাখ্যা। হাঁ, আপনার সঙ্গেই !

নীরদা। আজ ত পয়লা তারিখ নয় !

কামাখ্যা। না, এখনো তার এক হপ্তা দেরী আছে।—আর কি, আপনাদের অবস্থা ত ফিরে গেল, এবার কিন্তু, দিনগুলি সুখে কি দুঃখে কাটানো, সে আপনার নিজেরই হাতে।

নীরদা। কি চাও তুমি ?—আজ একেবারেই পারব না—তোমায় কিন্তু—

কামাখ্যা। না, সে কথা আমি বলচি না—এ একেবারে পৃথক ব্যাপার—ফুরসৎ হবে ত আপনায়—মন দিয়ে শুনবেন ?

নীরদা। (ব্যস্ত হইয়া) হাঁ, হাঁ, শীগ্‌গির বল—যদিও আজ আমার—

কামাখ্যা। বেশ !—এখান থেকে বেরিয়েই আমি মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম। দেখলুম, হেমন্ত বাবু আর ডাক্তার চলে গেলেন। সে স্ত্রীলোকটিকেও যেতে দেখলুম।

নীরদা। কোন্ স্ত্রীলোকটি ?

কামাখ্যা। এই একটু আগেই এখানে যিনি বসেছিলেন।

নীরদা। ও—

কামাখ্যা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? সেই স্ত্রীলোকটির নাম কি লীলাবতী?

নীরদা। হাঁ—লীলাবতী-ই। এইমাত্র তিনি এখান থেকে গেলেন।

কামাখ্যা। উনি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু? কেমন, না?

নীরদা। হাঁ, বিশেষ অন্তরঙ্গ—কিন্তু এ সব কথা—

কামাখ্যা। এক সময়ে আমার সঙ্গেও ওঁর পরিচয় ছিল।

নীরদা। আমি তা শুনেচি।

কামাখ্যা। ও, জানেন তবে সব? তা হলে অন্ধকারে ঢিল না মেরে এখন আসল কথাটাই পেড়ে ফেলি। লীলাবতীর ভাই কি ব্যাঙ্কে একটা চাকরি পেয়েচে?

নীরদা। তোমার তাতে প্রয়োজন? তুমি আমার আত্মীয় স্বীকার করি, কিন্তু ভুলে যাচ্চ কেন, যে তুমি আমার স্বামীর একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী মাত্র। বেশ, জিজ্ঞাসাই যখন কল্লে, তখন বলি। হাঁ, লীলাবতীর ভাই ব্যাঙ্কে চাকরি পাবে—সে এক রকম পাকা।

কামাখ্যা। আমি তবে যা ভেবেচি, তাই ঠিক!

নীরদা। (টেবিলের উপরকার ফুলদানিটি অনাবশ্যকভাবে নাড়া-চাড়া করিতে করিতে) সব দিন সমান যায় না। কোন না কোন রকমের ক্ষমতা মানুষের হাতে কোন দিন না কোন দিন আসেই। স্ত্রীলোক বলে বুঝি তার—? দেখ, উপরওয়ালার অধীনে যাকে কাজ করতে হয়, তার সে রকম লোককে চটানো সুবুদ্ধির কাজ নয়, যার হাতে—

কামাখ্যা। অর্থাৎ, যার হাতে ক্ষমতা আছে?

নীরদা। হ্যাঁ।

কামাখ্যা। (সুর বদলাইয়া) সে ত ভালই। আমারও তা হ'লে আশা আছে আপনি আপনার ক্ষমতা আমার কাজে একটু লাগাবেন।

নীরদা। তার মানে?

কামাখ্যা। যাতে আমার চাকরিটা বজায় থাকে আপনি সে চেষ্টা করবেন, এই আর কি!

নীরদা। তোমার কথা বুঝলুম না। কে তোমার চাকরি কেড়ে নিচ্চে?

কামাখ্যা। ছলনা করে আর লাভ কি? আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুটি আমার অন্ন কেড়ে নিজের পেট ভরাবার চেষ্টা করচেন। এ বুঝতে আমার বাকী নেই।

নীরদা। কিন্তু এসব কথার কিছুই আমি জানি না।

কামাখ্যা। তা না জানতে পারেন। এখন তবে কাজের কথা বলি, শুনুন। আপনার উচিত এ সময় আমাকে সাহায্য করা—যতদূর আপনার ক্ষমতা।—এতে বাধা দিন, যাতে আমার চাকরিটি না যায়।—

নীরদা। কিন্তু আমার এতটুকু ক্ষমতা নেই এতে বাধা দেবার।

কামাখ্যা। সে কি? এইমাত্র না আপনি বলছিলেন—

নীরদা। সে কথার যে ও-রকম মানে করবে, তা ভাবি নি। আচ্ছা, কি দেখে তোমার ধারণা হ'ল যে আমার স্বামীর উপর ও-ধরণের ক্ষমতা আমার আছে?

কামাখ্যা। আপনার স্বামীকে আমি খুব ভালরকমই জানি। সচরাচর স্বামী-মশায়রা যে রকম হয়ে থাকেন, তিনি যে তা থেকে পৃথক, আমার ত তা মনে হয় না।

নীরদা। দেখ, আমার স্বামীর সম্বন্ধে যদি ও-রকম তাচ্ছিল্যভাবে কথা কও, তা হলে বাড়ী থেকে তোমায় বার করে দেব।

কামাখ্যা। আপনার সাহস আছে, বলতে হবে।

নীরদা। তোমাকে আর আমি ভয় করি না। আর মাস কয়েকের মধ্যেই আমি সব দায় থেকে নিষ্কৃতি পাব।

কামাখ্যা। (নিজেকে সংযত করিয়া) শুনুন তবে আসল কথা। চাকরিটি আমি সহজে ছাড়চি নে। দরকার হলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করব, এটি বজায় রাখতে।

নীরদা। তাই দেখচি!

কামাখ্যা। শুধু টাকার জন্য নয়। টাকার পরোয়া আমি করি না —অমন চাকরি ঢের মিলবে। আসল কারণ আপনি হয়ত জানেন না। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমি একটা বে-আইনি কাজ করে ফেলেছিলুম।

নীরদা। আমি তার কিছু কিছু শুনেচি।

কামাখ্যা। ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় নি বটে, কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে আমার উন্নতির সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই আমি যে ব্যবসায়ে হাত দিয়েচি তা আপনারও কিছু-কিছু জানা আছে। এতে অনেক রকমের ফন্দি-ফিকির খাটাতে হয়। যথার্থ বলতে গেলে অধর্ম্ম যে করি না, তা নয়। কিন্তু যা করবার করেচি, আর না। ছেলেপিলেগুলিও বড় হয়ে উঠ্‌লো, অন্তত তাদের মুখ চেয়েও এবার এমন কাজ নিয়ে আমায় থাকতে হবে, যাতে মান-ইজ্জত বজায় থাকে। ব্যাঙ্কের, এই চাকরিটি আমি আমার উন্নতির প্রথম সোপানের মত পেয়েচি, কিন্তু আপনার স্বামী আজ আমায় সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে আবার নীচে ফেলে দিতে চান!

নীরদা। আমি কি করব, বল? এতে আমার কোন হাত নেই। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর—তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবার কোন ক্ষমতাই আমার নেই।

কামাখ্যা। ক্ষমতা নেই, না, ইচ্ছে নেই? কিন্তু জানেন আপনি, জোর করে আপনাকে দিয়ে কাজ করাবার উপায় আমার হাতে আছে!

নীরদা। (উদ্বিগ্নভাবে) তুমি নিশ্চয়ই এঁকে সে কথা বলবে না যে আমি তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলুম?

কামাখ্যা। ধরুন, যদি তাই বলি?

নীরদা। (ক্রুদ্ধ হইয়া) ভয়ানক অন্যায় হবে তাহ'লে!—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমার সেই গোপন কথা যদি উনি জানতে পারেন—যেটি আমার আনন্দের জিনিষ, গর্ব্বের জিনিষ,—তাও আবার এই বিশ্রী রকমে—এই রকম লোকের কাছ থেকে—! ওঃ—কি ভয়ঙ্কর অশান্তি হবে তাহ'লে।

কামাখ্যা। শুধুই অশান্তি?

নীরদা। (গর্জ্জিয়া উঠিলেন) তাই ব'লো তাহ'লে। এতে তোমারই যতদূর মন্দ হবার, তা হবে। উনি ত জানতেই পারবেন তোমার ভেতরটা কত নোংরা, তাছাড়া চাকরিও তুমি কোনমতে রাখতে পারবে না।

কামাখ্যা। আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম যে, আপনি ভয় পেয়েচেন কি শুধু এই ভেবে যে আপনার গৃহটি অশান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে?

নীরদা। আমার স্বামী যদি ধারের কথা জানতে পারেন, তা হলে তখনি তোমার বাকী টাকা সব ফেলে দেবেন। তার পর তোমার সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক কিসের?

কামাখ্যা। (সম্মুখে একপা অগ্রসর হইয়া) শুনুন তবে আপনি আমার কথা। হয় আপনার স্মরণ-শক্তি খুব অল্প, আর না হয় আপনি দেনা-পাওনার বিষয় কিছুই বোঝেন না। আরও গুটিকতক কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিই তবে!

নীরদা। কি কথা?

কামাখ্যা। আপনার স্বামী যখন পীড়িত, তখন আপনি আমার কাছে এসেছিলেন হাজার টাকা ধার নিতে—কেমন?

নীরদা। আর কাউকে জানতুম না, তাই!

কামাখ্যা। আমি টাকার জোগাড় করে দিতে রাজি হই—কেমন?

নীরদা। হ্যাঁ, দিয়েও ছিলে।

কামাখ্যা। একটি সর্ত্তে আমি দিতে রাজি হয়েছিলুম। কিন্তু স্বামীর ব্যারামের দরুণ আপনি তখন এতই উতলা যে, সর্ত্তের কথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা আপনার মোটেই ছিল না। তাই এখন একবার সে কথা মনে পড়িয়ে দিচ্চি! আমি একখানা কাগজ লিখে এনেছিলুম, স্মরণ হয়?

নীরদা। হাঁ, তাতে আমি দস্তখত করি।

কামাখ্যা। বেশ—কিন্তু আপনার দস্তখতের নীচে আরও দু'এক ছত্র কি লেখা ছিল, মনে আছে?—যাতে আপনার বাবা সেই টাকার জন্য জামিন হচ্চিলেন—যেখানটায় আপনার বাবারই দস্তখত করা উচিত ছিল,—কেমন?

নীরদা। (চমকিত হইয়া) উচিত ছিল?—কেন, দস্তখত ত তিনি করেছিলেন!

কামাখ্যা। তারিখের জায়গাটা আমি খালি রেখেছিলুম, অর্থাৎ

আপনার বাবাই তারিখটা বসাতেন, দস্তখতের পর,—কেমন, মনে প'ড়চে কি?

নীরদা। প'ড়্চে।

কামাখ্যা। তারপর সেই কাগজখানা আমি আপনাকে দিলুম, আপনার বাবার কাছে ডাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য—কেমন, তাই কি না?

নীরদা। হাঁ।

কামাখ্যা। আপনি অবশ্য তখনি তাই করেছিলেন—কেননা, পাঁচ দিন কিংবা ছ' দিন পরে কাগজখানা নিয়ে আমার কাছে গেলেন,—তাতে আপনার বাবার দস্তখত। আর তারপর আমি আপনাকে টাকা দিলুম। এই ত?

নীরদা। তোমায় কি আমি নিয়ম-মত টাকা শোধ দিয়ে আসচি না?

কামাখ্যা। তা দিয়ে আসচেন—নিশ্চয়ই। সে সময়টা আপনার পক্ষে ভারী কষ্টের সময় ছিল,—কি বলেন?

নীরদা। তা আর বলতে!

কামাখ্যা। আপনার বাবার তখন ভয়ঙ্কর ব্যামো—না?

নীরদা। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়।

কামাখ্যা। তারপর শীগ্‌গিরই তিনি মারা গেলেন—কি বলেন?

নীরদা। হাঁ।

কামাখ্যা। আচ্ছা, বলুন দেখি—আপনার কি মনে পড়ে, কোন্ দিন তিনি মারা যান?—অর্থাৎ মাসের কোন্ তারিখে?

নীরদা। পঁচিশে ভাদ্র।

কামাখ্যা। বেশ কথা। আমিও জানি ঠিক ঐ তারিখে, আর এই

জন্যেই ত একটা ভুল দেখতে পাচ্চি—(জামার পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিল) যেটার কোন কূল-কিনারা আমি ঠাওরাতে পারচি নে।

নীরদা। ভুল আবার কিসের?

কামাখ্যা। ভুলটা এই যে, আপনার বাবা মারা যাবার তিন দিন পরে এই কাগজখানা তিনি দস্তখত করেছিলেন।

নীরদা। এঁ্যা—?

কামাখ্যা। পঁচিশে ভাদ্র আপনার বাবা মারা যান ত? কিন্তু এখানে দেখুন, তিনি তারিখ বসিয়ে দস্তখত করেচেন—আটাশে ভাদ্র। ভুলটা এইখানেই—কেমন, এটা ভুল ত? (নীরদা নীরব) কি করে এটা হ'ল, বুঝিয়ে দিতে পারেন?—(নীরদা তথাপি নীরব) আরও বেশী আশ্চর্য্য এই যে '২৮শে ভাদ্র' এই কথাগুলি আপনার বাবার হাতের অক্ষরে লেখা নয়। যাঁর হস্তাক্ষরে লেখা, তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু যাক্‌, এ ব্যাপারটার সহজেই মীমাংসা হতে পারে। হয়ত আপনার বাবা তারিখ বসাতে ভুলে গেছলেন, তারপর আর-কেউ তাড়াতাড়িতে—তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পাবার আগেই—তারিখটা বসিয়ে দিয়েছিল। যাক্‌, তাতে কিছু এসে-যায় না। আসল জিনষ হ'ল, নাম, তার উপরই সব নির্ভর করচে। আপনার বাবাই নিজের হাতে নাম দস্তখত করেছিলেন, কেমন না?

নীরদা। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—তারপর মাথা উঁচু করিয়া অবজ্ঞাভরে কামাখ্যার দিকে চাহিলেন) না—তা নয়, আমিই বাবার নাম লিখে দিয়েছিলুম।

কামাখ্যা। এটা আপান স্বীকার করেন, তা হলে! কিন্তু এ কাজটা কত বিশ্রী, কত খানি বিপদ হতে পারে এতে, তা আপনি জানেন কি?

নীরদা। বিপদ আবার কি? তোমার বাকী টাকা ত তুমি শীগ্‌গিরই পাবে।

কামাখ্যা। একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি? কাগজখানা আপনার বাবার কাছে আপনি পাঠান্ নি কেন?

নীরদা। অসম্ভব বলেই পাঠাই নি। তাঁর তখন ভয়ানক ব্যামো, তিনি শয্যাশায়ী। তাঁর দস্তখত চাইলেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, অত টাকা আমি কি করব। নিজেই যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তখন কি করেই বা তাঁকে বলতুম, আমার স্বামী পীড়িত, তুমি জামিন হয়ে আমায় টাকা পাইয়ে দাও, আমি তাঁকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাই! না, টাকার কথা তখন আমি কিছুতেই বলতে পারতুম না।

কামাখ্যা। সে-যাত্রা ওয়াল্টেয়ারে না গেলেই ভাল করতেন।

নীরদা। তাও অসম্ভব ছিল! না গেলে ওঁকে হারাতে হ'ত! অথচ টাকাও হাতে ছিল না!

কামাখ্যা। কিন্তু, একবারও কি আপনার মনে হ'ল না, যে আপনি কত বড় প্রতারণা করচেন? একটা জাল—?

নীরদা। অত কথা আমার মনেও হয় নি তখন। একটার পর একটা ফ্যাসাদ্ বার করে তখন এমনি জ্বালাতন করছিলে তুমি, যে আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, অথচ টাকা না নিলেও উপায় ছিল না।

কামাখ্যা। কি ভয়ঙ্কর কাজ করে বসেচেন আপনি, তা বোধ হয় বুঝতে পারচেন না! তবে এই পর্য্যন্ত আপনাকে বলতে পারি, আমার সেই একটিমাত্র কাজ, যার জন্য আমি আমার মান-মর্য্যাদা সব খুইয়েচি, সেটি আপনার এই কাজের চেয়ে এতটুকুও বেশী দোষের ছিল না।

নীরদা। কি বলচ তুমি? আমার ত আর এ উদ্দেশ্য ছিল না যে—

কামাখ্যা। আইন কেবল দোষেরই বিচার করে—সে অত উদ্দেশ্য দেখে না!

নীরদা। তা হলে সে আইন অতি বদ!

কামাখ্যা। বদ হোক্ আর ভালোই হোক্, এখন যদি এই কাগজ-খানি আমি আদালতে দাখিল করি, তা হলে সেই আইন দিয়েই আপনার বিচার হবে।

নীরদা। কখ্খনো না। এ আমি বিশ্বাস করি নে। মেয়ে তা হলে বাপের মুখ চাইবে না, স্ত্রী তা হলে তার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করবে না! সে আইন আবার আইন? যাক্ গে, আইন-কানুনের আমি অত ধার ধারি নে। আমার বিশ্বাস, তেমন আইন আছেই, যাতে ও-রকম কাজ কখনই দোষের হয় না। তুমি না মোক্তারি করতে! দেখ্‌ছি, তুমি আইন-কানুনের কিছুই জান না।

কামাখ্যা। তা না জানতে পারি; কিন্তু দেনা-পাওনার কথা, যা নিয়ে আপনাতে আমাতে লেখা-পড়া হয়েছিল—সে সবও কি বুঝি না, মনে করেন? বেশ, যা বোঝেন, করুন। কিন্তু জেনে রাখবেন, চাকরিটি যদি আমার যায়, এবার যদি আমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়, তা হলে আপনারও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হবে। মনে রাখবেন এই কথা।

[বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

নীরদা। (স্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন) ভারী বিশ্রী! আমায় কেবল ভয় দেখানোর মতলব! আমি এত বোকা নই! কিন্তু—(ছেলেদের জামা-কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিতে-রাখিতে) কিন্তু, তা হলেও—না, না, তা কি কখনো হ'তে পারে? প্রাণের টানেই ত এ কাজ করেছিলুম আমি—

ছেলেরা। (দরজার নিকট আসিয়া) মা—

নীরদা। এসো বাবা।

ছেলেরা। ও কে মা ?

নীরদা। চুপ, ওর কথা কাউকে ব'লো না যেন, বাবুকে পর্য্যন্ত না! বুঝলে ?

ছেলেরা। না, কাউকে বলব না। এস না মা, আর খানিক খেলা করি!

নীরদা। না, বাবা, এখন আর না।

ছেলেরা। বা রে! তুমি যে তখন বল্লে, ও চলে গেলেই আবার খেলা করবে!

নীরদা। বলেছিলুম ত। কিন্তু আর পারচি নে যে! তোমরা উঠোনে ছুটোছুটি করগে—আমার হাতে এখন অনেক কাজ। যাও, আমার মাণিকধনরা! আমি ততক্ষণ কাজ সেরে নি। (ছেলেরা চলিয়া গেলে নীরদা অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন। একটু পরে উঠিয়া একটা সেলাইয়ের কাজে লাগিলেন) নাঃ, এখন থাক। (সেলাই ফেলিয়া রাখিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দাসীকে ডাকিলেন) ও ঝি, একবার এস ত এদিকে।—না না—অসম্ভব, তাও কি হয়!

(ঝি প্রবেশ করিল)

ঝি। আমায় ডাকচেন ?

নীরদা। হাঁ,—দেখ ঝি,—না, না, তুমি এখন যাও, আমি এবার ফুল নিয়ে বসি।

[ঝি চলিয়া গেল।

নীরদা। (টুকরি হইতে ফুলগুলি বাহির করিলেন) এই সব দিয়ে

একটা আস্ত গাছ তৈরী করতে হবে—আর পারচি নে কিন্তু, নাঃ গাছ তৈরী করে আর কাজ নেই—শুধু গোটা কয়েক বড়-বড় তোড়া বেঁধে ফেলি—ঐ টেবিলটার উপর রেখে চারদিকে বাতি জ্বেলে দিলেই চমৎকার দেখাবে! ওঃ—কামিখ্যেটা কি পাজী, কি বদমায়েস!—হ্যাঁ, ভারী ত কথা! অন্যায়ই বা কি করেচি আমি? কিছু না। মিছে কি সব ছাই-পাঁশ ভাবচি, দূর হোক্‌গে।--শুধু তোড়াতে কিন্তু জমকালো হবে না, একটা গাছও তৈরী করে ফেলি। উনি যাতে আজ প্রফুল্ল থাকেন, তাই করতে হবে। যদি গান গাইতে বলেন, আজ আর আপত্তি না করে ভালো ভালো গান শুনিয়ে দেব—ভারী খুসী হবেন!—

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হস্তে এক বাণ্ডিল কাগজ)

নীরদা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই যে তুমি এরই মধ্যে এসেচ!

হেমন্ত। হাঁ,—কেউ এসেছিল?

নীরদা। এখানে? কই, না!

হেমন্ত। আশ্চর্য্য! কামিখ্যেকে যেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখ্‌লুম না?

নীরদা। দেখ্‌লে? ও হ্যাঁ! আমি ভুলে গেছলুম—কামিখ্যে এক বার এসেছিল বটে!

হেমন্ত। আমি বুঝতে পেরেচি নীরো, পাজিটা তোমায় সুপারিস ধরতে এসেছিল।

নীরদা। হাঁ।

হেমন্ত। আর তুমিও তার জন্যে সুপারিস্ করতে অঙ্গীকার করেচ বোধ হয়?

নীরদা। হাঁ।

হেমন্ত। কিন্তু--এ রকম ব্যাপারে তোমার থাকাই উচিত নয়। কামিথ্যের মত লোকের সঙ্গে কথা কওয়া—তার সাহায্য করতে অঙ্গীকার করা ঠিক নয়, নীরদা! এ কথা আবার লুকোচ্ছিলে তুমি,—মিথ্যে বলে? ছিঃ!

নীরদা। মিথ্যে বলে?

হেমন্ত। হাঁ। তুমি না বল্লে যে কেউ এখানে আসে নি? যাক্—(নীরদার নিকটবর্ত্তী হইয়া) আমার নীরো, আমার আদরের বুল্‌বুল্, কেবল সত্যি কথাই বলবে—মিথ্যে কথা কখনো তার মুখ দিয়ে যেন না বেরোয়! (নীরদাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিলেন) কেমন! ঠিক ত?—আচ্ছা, থাক্। এ-সব কথা আর নয়।

(আলিঙ্গন-মুক্ত করিয়া একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন)

বাঃ, ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা ত! ভারী আরাম! (কাগজ দেখিতে লাগিলেন)।

নীরদা। (তোড়া বাঁধিতে বসিলেন) দেখ—

হেমন্ত। কি, বল।

নীরদা। কতক্ষণে সন্ধ্যে হবে, আমি শুধু তাই ভাবচি।

হেমন্ত। তখন তুমি কি মজাটা দেখাও, আমিও তার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

নীরদা। নাঃ, মজা-টজা কিছুই হবে না বোধ হয়, কেবল কোন-রকমে নিয়ম রক্ষে আর কি!

হেমন্ত। বাঃ, এত অনুষ্ঠানের পর শেষ এই বুঝি? না, তা হচ্চে না!

নীরদা। (তোড়াবাঁধা ফেলিয়া রাখিয়া হেমন্তের পেছনে গিয়া দাঁড়াইলেন) তুমি এখন ভারী ব্যস্ত, না?

হেমন্ত। হাঁ—

নীরদা। এগুলো কিসের কাগজ?

হেমন্ত। কেন বল দেখি?

নীরদা। আপিসের বুঝি?

হেমন্ত। হাঁ, কয়েকটা বদ লোককে তাড়িয়ে ভাল লোক নিতে হবে, তা ছাড়া—

নীরদা। ও, তাই কামিথ্যে এমন হুমকি-ধুমকি হয়ে ছুটে এসেছিল?

হেমন্ত। হুঁ—

নীরদা। (একটা তোড়া লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে করিতে) চমৎকার দেখাচ্চে! এ-রকম আরও পাঁচটা তৈরী করতে হবে—আচ্ছা দেখ, কামিথ্যে কি সত্যি-সত্যি এমন কোন দোষ করেচে যার জন্যে তার চাকরি থাকবে না?

হেমন্ত। সে একজনের নাম জাল করেচে।

(নীরদা শিহরিয়া উঠিলেন)

তার মানে কি, তুমি তা জান না বোধ হয়?

নীরদা। (ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলেন) এমনও হতে পারে ত যে সে বেচারা ভয়ানক দায়ে পড়েই এ কাজ করেচে!

হেমন্ত। যাই হোক্, প্রথমবার অপরাধের জন্য তাকে মাপ করা যেত'!

নীরদা। আমি জানি, তুমি তা করবে।

হেমন্ত। দোষ যখন করে ফেলেচে, তখন আর উপায় কি? প্রকাশ্যভাবে দোষটা স্বীকার করে নিলেই সব মিটে যেত'—একটা নাম-মাত্র সাজা হত তাতে।

নীরদা। সাজা হত ?

হেমন্ত। কামিখ্যে কিন্তু দোষ স্বীকার করে নি, উল্টে চালাকি খেলে নিজেকে নির্দ্দোষ দেখাতে গেছলো।

নীরদা। তা হলে—

হেমন্ত। ভেবে দেখ একবার ব্যাপারখানা! অমন কাজ যে করে, তাকে কি রকম ভেতরে এক বাইরে আর ক'রে সকলের সঙ্গে মিশতে হয়! কি রকম ভণ্ডামির মুখোস প'রে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যাতায়াত করতে হয়! এমন কি, নিজের ছেলেপিলে, স্ত্রী—যারা সবচেয়ে আপনার তাদের সঙ্গেও কি রকম কপটতা নিয়ে বাস করতে হয়! কি ভয়ানক ব্যাপার, একবার ভাব দেখি! এতে ছেলেপিলেদের অবস্থা, তাদের ভবিষ্যৎ একেবারে মারাত্মক হয়ে ওঠে।

নীরদা। মারাত্মক হ'য়ে ওঠে!—

হেমন্ত। হাঁ, কারণ মিথ্যার এই ঘৃণিত আবরণ ঘরের বাতাসকে পর্য্যন্ত বিষিয়ে তোলে, আর সেই বিষাক্ত বাতাসে থেকে থেকে ছেলেদের ভেতরেও বিষের বীজ অঙ্কুরিত হয়!

নীরদা। (অত্যন্ত কাতর ভাবে) সত্যি ?

হেমন্ত। সত্যি না ত কি। আমার পাঁচ বছরের ওকালতির অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা বলচি। অল্পবয়সে যারা-যারা অসৎ কাজ করেচে, প্রায় দেখা গেচে তাদের প্রত্যেকেরই মা বদ ছিল।—মায়ের দোষেই যত—

নীরদা। (অবরুদ্ধ কণ্ঠে) কেবল মায়ের কথাই বলছ কেন গো!

হেমন্ত। কারণ মায়ের ক্ষমতাই ছেলেদের উপর বেশী কাজ করে কি না! বাপের দোষেও ছেলে খারাপ হয়, অবিশ্যি! আইনের ব্যবসা

যারা করে, তারাই এ-কথা জানে। এই কামিথ্যে এখন থেকে তার ছেলেগুলোকে মিথ্যা আর কপটতার বিষে জর্জ্জরিত করচে। লোকটার নৈতিক বল একেবারেই লোপ পেয়ে গেচে। তাই বলি, আমার নীরদা যেন ও লোকটার কোন কথায় না থাকে—কেমন, এখন বুঝলে? আর দেখ, ওকে নিয়ে এক সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ও রকম লোকের কাছে বসতেও আমার যেন গা ঝিম্-ঝিম্ করে ওঠে।

নীরদা। (সরিয়া গিয়া) ওঃ, এখানটায় কি গরম—

হেমন্ত। (কাগজপত্র রাখিয়া উঠিলেন) খাওয়া-দাওয়ার পর কতকগুলো কাজ সেরে ফেলতে হবে। তুমিও আবার তাড়া লাগাবে ত? তোমার কাজও করে দেব বই কি! বাঃ, ভারী চমৎকার তোড়া বানিয়েচ ত! এত-সব ডাল-পালা আবার কি হবে?—আচ্ছা, যা ইচ্ছে তোমার কর।—আমি চট্ করে নেয়ে নি' তা হলে। [নিষ্ক্রান্ত।

নীরদা। (গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন—তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন) না, না—এ সব মিছে কথা! অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব!

আয়ি। (আস্তে দরজা খুলিয়া) ছেলেরা যে তোমার কাছে আসবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেচে গো!

নীরদা। (অত্যন্ত অধীর হইয়া) না, না,—আমার কাছে ওদের আসতে দিও না--খবরদার বলচি,—আমি আর—

আয়ি। বেশ, বাছা! [আয়ি চলিয়া গেল।

নীরদা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) বাছাদের আমার ডুবিয়ে দিলুম—সংসারটাকেও বিষাক্ত করলুম! (স্তব্ধ হইয়া রহিলেন) না, না, মিছে কথা! তাও কি হয়! এও কি সম্ভব! কখখনো না!—

দ্বিতীয় অঙ্ক

[হেমন্তের সুসজ্জিত কক্ষ। সন্ধ্যা হয়-হয়। নীরদা তাঁহার পূর্ব্ব-কল্পিত পুষ্পশিল্প শেষ করিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। পর্দ্দা দিয়া এখন সেটি ঢাকা। তিনি একাকিনী কক্ষমধ্যে অস্বচ্ছন্দভাবে বেড়াইতে ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পর্দ্দা তুলিয়া সেটি দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কিসের শব্দে তিনি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলেন]

নীরদা। কে আসচে না? (দরজার নিকটে গিয়া কান পাতিয়া শুনিলেন) না কেউ নয়! (আবার পূর্ব্ববৎ বেড়াইতে লাগিলেন) ভারী বিশ্রী কিন্তু! উনি যা বল্লেন, সব বাজে কথা! এ রকম কখন হতে পারে? অসম্ভব!—আমার যে তিনটি ছেলেমেয়ে!—ওঃ—(আয়ি প্রবেশ করিল) কি আয়ি?

আয়ি। ঘরের ভেতর একলাটি কেন গা? বাইরে এস না। সন্ধ্যে হল যে!

নীরদা। লীলা দিদি ত কই এল না, আয়ি! কেন এল না?

আয়ি। কি জানি বাছা!

নীরদা। ছেলেরা কোথায়?

আয়ি। যে-সব খেলনা তাদের দিয়েচ, তাই নিয়ে তারা এখন মেতে আছে।

নীরদা। আমার কাছে আসতে চাইচে না?—আমায় খুঁজচে না?

আয়ি। খুকী মাঝে মাঝে 'মা-মা' বলে চেঁচাচ্চে।

নীরদা। (তাড়াতাড়ি পর্দ্দা সরাইয়া) চট্ করে বাকী কাজটুকু সেরে ফেলে—না, ওদের নিয়ে এখন আর ঘাঁটাঘাঁটি করব না!

আয়ি। ছেলেমানুষ কি না!—হাতে কিছু একটা পেলেই ভুলে থাকে।

নীরদা। (অন্যমনস্ক ভাবে) সত্যি!—আচ্ছা আয়ি, তোমার কি মনে হয়? ওদের মা যদি জন্মের মত চলে যায়, তা হলে ওরা তাকে ভুলে থাকবে?

আয়ি। কি যে বল বাছা তার ঠিক নেই!

নীরদা। একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার আয়ি, তুমি তোমার ছোট মেয়েটিকে পরের কাছে রেখে কোন্ প্রাণে আমাদের বাড়ী চাকরি করতে এসেছিলে?—তোমার মনটা তখন কি রকম হয়েছিল?

আয়ি। উপায় ছিল না যে, বাছা। আর তা না হ'লে কি নীরোকে মানুষ করতে পারতুম? তারও যে মা ছিল না!

নীরদা। আঃ সে যেন বুঝলুম। তোমার মনটা তখন কি রকম হয়েছিল, তাই বল না!

আয়ি। কি করব বল! না এলে খেতে না পেয়ে আমিও মরতুম, মেয়েটাও মরত। তার চেয়ে তাকে পরের হাতে রেখে আসা ভালই হয়েছিল। মিন্সে কিছুই রেখে যায় নি ত!

নীরদা। তুমি না এলে আয়ি, আমি কিন্তু মরে যেতুম।

আন্নি। (গদ্‌গদ কণ্ঠে) নীরো ছেলেবেলায় আমাকেই মা বলে জানত।

নীরদা। আমার ছেলে দু'টি আর মেয়েটি এখন যদি তাদের মাকে হারায়, তা হ'লে আন্নি, তুমিই তাদের মা হয়ে—আঃ, মাথা-মুণ্ডু কি যে বকে যাচ্চি, তার ঠিক নেই! যাও তুমি এখন,—ছেলেদের দেখ গে। আমি চট্‌পট্‌ কাজ সেরে নি।

আন্নি। বেশ মা! (আন্নি চলিয়া গেল—নীরদা দরজা বন্ধ করিলেন)

নীরদা। নাঃ, এখনো কারো দেখা নেই। এ কথা যে কাউকে বলবার নয়! নিজের আগুনে নিজেকেই পুড়তে হবে।—ওই যে, কে আসচে!

(লীলাবতী প্রবেশ করিলেন)

কে, লীলাদিদি? এস এস। আমি তোমার জন্যেই হা-পিত্যেশ করে বসে আছি।

লীলাবতী। আন্নি তাই ব'ল্লে বটে।

নীরদা। তুমি যে দেরী করে এলে! সবই প্রায় তৈরী।—এস এখন দুজনে খানিক গল্প করা যাক্।

(দু'জনে বসিলেন)

লীলাবতী। এরই মধ্যে সব সাজিয়ে ঠিক করে রেখেচ দেখ্‌চি। তোমার পছন্দ ত ভারী চমৎকার!

নীরদা। আমার যা কিছু দেখ্‌চ, দিদি, সবই ওঁর কাছে শেখা—এ আর বৃহৎ ব্যাপার কি? কিছুই নয়! কেবল দু'পাঁচ জনকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ করা আর কি!

লীলাবতী। তোমার এ উৎসবে যোগ দিতে পারলুম, এতে যে আমার কতখানি আনন্দ হচ্চে, তা আর কি বলব? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আজ সকালে তোমাদের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁকে যেন কেমনতর দেখলুম না? বরাবরই কি উনি ঐ রকম?

নীরদা। ওর খুব শক্ত ব্যামো কি না, তাই কখন-কখন অমনতর দেখায়। বেচারী ক্ষয় রোগে ভুগ্‌চে। বাপের দোষেই ছেলের এই দুর্দ্দশা। বাপেরও শেষটা ঐ রোগ হয়েছিল—দিন-রাত তিনি নেশায় ডুবে থাকতেন।

লীলাবতী। উনি রোজ এখানে যাতায়াত করেন, বোধ হয়?

নীরদা। হাঁ দিদি। আচ্ছা, ওর কথা কেন এত জিজ্ঞাসা করচ বল দেখি?

লীলাবতী। আমার মনে একটা খট্‌কা বেধেচে, তাই।

নীরদা। খট্‌কা বেধেচে!

লীলাবতী। হাঁ, সকালে যখন ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল উনি বল্লেন যে আমার নাম তিনি এ বাড়ীতে অনেক বার শুনেচেন, কিন্তু তোমার স্বামীর কথায় ত বোধ হল না, যে তিনি আমার নাম একবারও শুনেচেন। তোমার স্বামী জানলেন না, অথচ ইনি জানলেন কি করে, তাই বুঝতে পারচি না।

নীরদা। ও, এই কথা! কি জান, উনি চিরকাল নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। দিনান্তে যেটুকু ফুরসৎ পান, আমাদের ঘর-কন্নার কথাতেই তা কাটিয়ে দেন। তা'ছাড়া ওঁতে আর একটি মজার জিনিষ আমি লক্ষ্য করেচি। ওঁর যা-কিছু কথাবার্ত্তা, যা-কিছু আলোচনা,

সব আমাকেই নিয়ে। আমার মুখে অন্য কারো প্রশংসা বা আলোচনা শুনতে উনি ভালো বাসেন না। সেই জন্যে তোমার নাম ওঁর কাছে কখনো করি নি— কাজেই উনি শোনেন নি। ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার দুনিয়ার সব গল্পই হয়ে থাকে। তোমার গল্প এর কাছে অনেকবার করেচি— তাই জানে।

লীলাবতী। নীরদা, তুমি যাই বল, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে ছেলেমানুষের মত। আমি সংসারে অনেক রকম দেখেচি, আর আমার বয়সও তোমার চেয়ে বেশী, একটা পরামর্শ আমার শোন ত বলি। তোমার এই ডাক্তার ঠাকুরপোটির সঙ্গে যত শীগ্‌গির পার নিষ্পত্তি করে ফেল!

নীরদা। কিসের নিষ্পত্তি করে ফেলব?

লীলাবতী। সকালে তুমি একটি লোকের খুব তারিফ করছিলে না? যে তোমায় বিপদের সময় টাকা ধার দিয়েছিল?

নীরদা। তারিফ করবার কেউ নেই দিদি, আর।

লীলাবতী। আচ্ছা, তোমাদের এই ডাক্তার বাবুটি বেশ সঙ্গতিপন্ন না?

নীরদা। হাঁ, তা বটে।

লীলাবতী। বে-থা করেন নি?

নীরদা। না।

লীলাবতী। অন্য লোকও কেউ নেই, যাকে ভরণপোষণ করতে হয়?

নীরদা। তা নেই, কিন্তু—

লীলাবতী। আর রোজ এখানে যাতায়াত করে থাকেন?

নীরদা। হাঁ, প্রত্যহ দুবেলা।

লীলাবতী। আর ইনি তোমাদের বিশেষ আত্মীয়।

নীরদা। হাঁ।

লীলাবতী। আচ্ছা, তা হলে তোমাদের এই বুদ্ধিমান সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়টির কোন রকম অবিবেচনার কাজ করা কি ক'রে সম্ভব?

নীরদা। তোমার কথা কিছুই বুঝলুম না ভাই।

লীলাবতী। আমার সঙ্গে ভাঁড়ামি ক'রো না। তুমি কি মনে কর, আমি এতটুকুও আন্দাজ করতে পারি নে যে হাজার টাকা ঐ লোকটিই তোমায় দিয়েছিল?

নীরদা। তুমি দিদি পাগল হলে নাকি! এ কথাটা তোমার মনে এল কি করে বল ত? যে আমাদের আত্মীয়, আর যে রোজ বাড়ীতে যাতায়াত করে, তার কাছে টাকা ধার নেওয়া – সেটা কি রকম বিশ্রী দেখায় বল দেখি?

লীলাবতী। তাহলে সত্যি সত্যি ওঁর কাছে নয়?

নীরদা। নিশ্চয়ই নয়! ওর কথা একবারও আমার মাথায় আসে নি। তা ছাড়া, সে সময় ত ওর অবস্থা ভাল ছিল না। টাকাকড়ি এই হালেই ওর হাতে এসেচে।

লীলাবতী। ভালই হয়েচে, তা হলে।

নীরদা। না, ঠাকুরপোর কথা আমার তখন মনেই আসে নি। কিন্তু ওর কাছে যদি চেয়ে বসতুম, ও নিশ্চয় তা হলে—

লীলাবতী। চাও নি যে, সেইটিই ভাল করেচ।

নীরদা। না, কখনই না। কিন্তু একবার যদি মুখ ফুটে ওকে বলতুম,—

লীলাবতী। তোমার স্বামীকে না জানিয়ে?

নীরদা। হাঁ তা বই কি! অন্য লোকটির সঙ্গেও আমি শীগ্‌গির নিষ্পত্তি করে ফেলবো—কিন্তু তাও অবিশ্যি আমার স্বামীর অজ্ঞাতেই। যত শীগ্‌গির পারি সে লোকটির পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে।

লীলাবতী। হাঁ,—আমি ঐ কথাই সকালে তোমাকে বলতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু, দেখ নীরো—

নীরদা। দেনা-পাওনার ঝঞ্ঝাট পুরুষমানুষেরই সাজে।

লীলাবতী। সে কথা আর বলতে!

নীরদা। আচ্ছা বল ত দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দেনা চুকিয়ে দিলেই তার কাছ থেকে কাগজ-পত্র সব ফিরে পাব ত?

লীলাবতী। নিশ্চয়।

নীরদা। (সহসা রুষ্ট হইয়া) আর তখনি কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবো—লক্ষ্মীছাড়া কাগজ!

লীলাবতী। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীরদার পানে চাহিয়া) নীরদা, তুমি আমার কাছে কোন কথা যেন গোপন করচ?

নীরদা। অ্যাঁ,—আমার চেহারা দেখে তাই মনে হচ্চে না কি?

লীলাবতী। নিশ্চয়! অবিশ্যি কিছু হয়েচেই! কি হয়েচে নীরদা?

নীরদা। (আরও কাছে সরিয়া বসিলেন) তবে শোন দিদি সব কথা—ওই যা, উনি এদিকে আস্‌চেন যে! সর্ব্বনাশ! তুমি কি দিদি তা হলে একটিবার ছেলেদের কাছে যাবে? উনি চলে গেলেই তোমায় ডেকে পাঠাব।

লীলাবতী। আচ্ছা বেশ, আমি ওদিকে ততক্ষণ বসি গে। জেনো

বোন্, তোমার সব কথা ভাল করে শুনে তবে আমি এ বাড়ী থেকে ন'ড়ব। [কক্ষান্তরে গেলেন।

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন)

নীরদা। এতক্ষণ কি বাইরে থাকতে হয়? তোমার জন্যে আমি হাঁ করে বসে আছি।

হেমন্ত। উনি কে বেরিয়ে গেলেন?

নীরদা। লীলাদিদি। আমরা বসে গল্প করছিলুম। তুমি এখন আপিসের কাজ নিয়ে বসবে না কি?

হেমন্ত। (হস্তস্থিত কাগজের তাড়া দেখাইয়া) হ্যাঁ, আমি ব্যাঙ্ক থেকেই আসচি। ও, এখনও যে ওটা পরদা ঢেকেই রেখেচ! আচ্ছা, আমি তবে ও-ঘরে বসে কাজ করি গে।

(চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন)

নীরদা। (হাত ধরিয়া) দাঁড়াও না একটু।

হেমন্ত। কেন বল দেখি?

নীরদা। একটি কথা বলব?

হেমন্ত। কি কথা?

নীরদা। রাখবে বল?

হেমন্ত। কোন উপরোধ-টুপরোধ নয় ত?

নীরদা। যদি রাখ, তা হলে আজ চমৎকার-চমৎকার গান শোনাব।

হেমন্ত। সে লোকটার জন্যে অবিশ্যি কিছু বলবে না?

নীরদা। (কাতরভাবে) হাঁ গো তারই কথা—তোমায় মিনতি করচি—

হেমন্ত। তার কথা তুলতে আবার তোমার সাহস হচ্ছে?

নীরদা। আমার কথা তোমায় রাখতেই হবে, কামিখ্যোকে কিছুতেই তাড়াতে পাবে না।

হেমন্ত। কেন বল দেখি?—কিন্তু,কামিখ্যোকে তাড়ান হবে, আর সেই বন্দোবস্তে তোমার লীলাদিদির ভাইয়ের একটা চাকরি হবে।

নীরদা। সে তোমার অনুগ্রহ। কিন্তু কামিখ্যেকে তাড়িও না। তার বদলে না হয় অন্য কাউকে তাড়াও।

হেমন্ত। তা আর হয় না। হুকুম পর্য্যন্ত বেরিয়ে গেচে কামিখ্যোকে তাড়াবার।

নীরদা। ওগো, না, না! ও যে কত বড় পাজি, তা ত তুমি জান! ওর চাকরি গেলে, ও যে কত রকমে তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে, তা কি ভেবে দেখেচ? শেষে হয়ত প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে! ও ত আমাকে সেই ভয়ই দেখিয়ে গেল!

হেমন্ত। আমি অত ভীরু নই, যে সামান্য একটা কেরাণীর কথায় ভয় পাব। আপিস শুদ্ধ লোক জেনেচে যে কামিখ্যে বরখাস্ত হবে। এখন যদি আবার তা বদ্‌লে যায়, তাহলে সবাই মনে করবে, আমি স্ত্রীর কথামতই কাজ করি।

নীরদা। যদি মনেই করে, তাতে কি?

হেমন্ত। তা বটে! তোমার মত একগুঁয়ে যারা, তারা ওতে কোন দোষ দেখবে না ত! কিন্তু আপিসের লোকদের নজরে আমি কোনরকমে খাট হতে রাজি নই। এ রকম খামখেয়ালি কাজের ভবিষ্যৎ ফল ভাল হয় না, জেনো। এ ছাড়াও এমন ব্যাপার আছে, যার জন্যে আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার থাকতে কামিখ্যের সেখানে থাকা চলতেই পারে না।

নীরদা। কি সে ব্যাপার?

হেমন্ত। তার জাল-জোচ্চোরী, বদ্‌মায়েসী এ সব হয়ত আমি অগ্রাহ্য করলেও করতে পারতুম। কিন্তু, যে জিনিষটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না, সেটা হল তার অশিষ্ট এবং অবাধ্য ব্যবহার। ছেলে-বেলায় দুজনে সহপাঠী ছিলুম—তার পর এদানি একটা সম্পর্কও হয়েছিল—কিন্তু সে সব পুরানো ব্যাপার নিয়ে সে এখনো আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিতে ছাড়ে না।

নীরদা। দেখ, এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার—এর জন্যে তোমার মনে নিশ্চয়ই কিছু হওয়া উচিত নয়।

হেমন্ত। উচিত নয়!—কেন নয়?

নীরদা। কেন না, মনটাকে অত ছোট করে কোন জিনিষ দেখতে নেই।

হেমন্ত। কি বল্লে!—মনটাকে ছোট করে দেখা!—আমার ছোট মন!

নীরদা। না, তা বলচি নে—

হেমন্ত। স্পষ্টই ত বলচ! আমার ছোট মন, অর্থাৎ আমি ছোট নজরে সব জিনিষ দেখি! আচ্ছা, তাই ভাল! আমি তবে ছোট নজরেই এবার কাজ করব! এখনই এর একটা হেস্তনেস্ত করব! (দরজার নিকটে গিয়া) বলাই—

নীরদা। কি করবে?

হেমন্ত। এই দেখ না, কি করি! আগে থেকেই আমি সব ঠিক করে রেখেচি। (বলাই প্রবেশ করিল) দেখ বলাই, ব্যাঙ্কের চাপরাশি বাইরে বসে আছে। এই চিঠি আর এই টাকা নিয়ে তাকে দাও, আর বল যে এই সব নিয়ে এখনি যেন কামাখ্যা বাবুর হাতে সে দিয়ে আসে, জল্‌দি। [বলাই চলিয়া গেল।

এবার কি হয় ?

নীরদা। কিসের চিঠি ও ?

হেমন্ত। কামিখ্যের বরখাস্তের চিঠি।

নীরদা। (সকাতরে) ওগো, ফিরিয়ে আন। এখনও সময় আছে। তোমার পায়ে পড়্‌চি, এখনও ফিরিয়ে আন। যদি আমার ভাল চাও, তোমার ভাল চাও, ছেলেদের ভাল চাও ত ফিরিয়ে আন। তুমি জান কি, ওই চিঠিখানা আমাদের কত বড় সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে ?

হেমন্ত। আর হয় না—লোক বেরিয়ে গেচে।

নীরদা। (বাহিরে চাহিয়া) সত্যিই আর হয় না। (অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন)।

হেমন্ত। (নীরদার হাতখানি লইয়া) এত ভয় পেয়েচ তুমি ? কিসের ভয় ? কেবল তুমি নাকি ভয় পেয়েচ, তাই আমি ব্যাপারটা গায়ে মাখ্‌লুম না ; তা নইলে এটা কি কম অপমানের কথা ! একটা কেরাণীর ধাপ্পাবাজীতে ভয় পাওয়া অপমানের কথা নয় ? তুমি কোন ভয় করো না। বিপদ আসে, আসুক। আমার সামর্থ্য এবং সাহস, দুই-ই আছে তাকে রোধ করবার। তুমি নিশ্চিন্ত হও। এর জন্যে আমিই দায়ি রইলুম।

নীরদা। (ভয়রুদ্ধ কণ্ঠে) কি বল্‌চ তুমি ?

হেমন্ত। আমিই দায়ি রইলুম—ভুগতে হয়, আমি একাই ভুগবো—

নীরদা। একাই ?—

হেমন্ত। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে ভাগাভাগি করে নেব না-হয় ? কেমন, এখন ত খুসী হলে ? (নীরদাকে আবেগে জড়াইয়া ধরিয়া মিছে কেবল তোমার ভয় ! যত সব বাজে খেয়াল তোমার ! কামিখ্যের

কথা? সব ভুয়ো—সব ভুয়ো! এখন যাও, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও। নিমন্ত্রিতেরা সব এলেন বলে! আমি ততক্ষণ খানিকটে কাজ সেরে নি। তারপর পেট ভরে তোমার গান শুনবো। রমেন এলেই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও কিন্তু!

[কাগজের বাণ্ডিল হাতে করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

নীরদা। (দরজা বন্ধ করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন) সে তা পারে—সে করবেই তা। আমি কিন্তু করতে দেব না—কখ্‌খনো না। তার আগে বরং মরব—সেটি কিন্তু হতে দোব না।—ও আবার কে আসচে? ঠাকুরপো না? হ্যাঁ, সেই ত! ওকেও জানতে দেব না—আর যাই হোক, সে কথা কিন্তু জানতে দেওয়া হবে না—

(দরজা খুলিয়া দিলেন)

এস ঠাকুরপো। আমি দূর থেকেই তোমায় দেখেছিলুম। ওঁর কাছে এখন যেয়ো না—উনি ব্যস্ত আছেন।

রমেন্দ্র। আর তুমি, বৌদি?

নীরদা। কাজ-কর্ম্ম সেরে তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছি আর কি। ব'স না, ততক্ষণ গল্প-সল্প করা যাক্‌।

রমেন্দ্র। আমিও ত তাই চাই, বোঠান্‌। যে কটা দিন আছি, তোমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেই কাটিয়ে দি।

নীরদা। আহা, কথার শ্রী দেখ না!

রমেন্দ্র। শুনেই যে ভয় পেয়ে গেলে, বৌদি!

নীরদা। আজ তুমি কেমন আছ ঠাকুরপো?

রমেন্দ্র। যেমন থাকি। এগিয়ে চলেচি আর কি! তবে এত শীগ্‌গির যে অন্তিম-যাত্রা করতে হবে, তা ভাবি নি।

নীরদা। একটুতেই তোমার বাড়াবাড়ি। অসুখ করেচে, সেরে যাবে। অত অস্থির হলে কি চলে?

রমেন্দ্র। একেবারেই সারবে, বোঠান্! নিজে ত আমি ডাক্তার, আমি বেশ ভাল রকম হিসেব করে দেখেচি, পরমায়ুর পুঁজি আর আমার বড় নেই। এক মাসের মধ্যেই দেউলে হব আর কি! বেশী দিন না, এক মাস। তার পরেই ভব পারে যাত্রা করতে হবে।

নীরদা। কি যে বল তুমি!

রমেন্দ্র। ব্যাপারটাই যে বিশ্রী, বোঠান। কিন্তু এখনও হয়েচে কি! যা দেখ্‌চ, এর চেয়েও বিশ্রী হয়ে দাঁড়াব, এই ক'দিনের ভেতর। এখন তবু উঠে হেঁটে বেড়াই, তখন আর তাও পারব না। তখন এক-এক বার খবর নিও বোঠান। দাদাকে কিন্তু যেতে দিও না। উনি সৌখীন লোক। এ সব বিশ্রী জিনিষ ওঁর ধাতে সইবে না। আমার ওখানে ওঁর প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ।

নীরদা। আজ তুমি যা-নয়-তাই বকে যাচ্চ। একটু সুস্থির হও, মনটাকে প্রফুল্ল কর দিকি।

রমেন্দ্র। মৃত্যু যার শিয়রে দাঁড়িয়ে, তার আবার সুস্থিরতা, তার আবার প্রফুল্লতা! দোষ করে একজন, আর তার ফল ভোগ করে অপরে। দুনিয়ার নিয়ম কি চমৎকার!

নীরদা। আঃ কি ছাই বকচ। চুপ কর—অন্য কথা কও না!

রমেন্দ্র। ঠিক বলেচ বোঠান, কি ছাই বকচি! আমি কিন্তু বুঝতে পারচি নে, কি অপরাধ আমি করেচি, যার জন্যে আমার এই শাস্তি।

নীরদা। তুমি অধীর হচ্চ কেন, ঠাকুরপো? তোমায় আমরা অকালে হারাব না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

রমেন্দ্র। সয়ে যাবে—ছদিনেই আবার সয়ে যাবে। যারা চির-দিনের মত যায়, তাদের কথা শীগ্‌গিরই লোকে ভুলে যায়।

নীরদা। তোমার কথা ভুলে যাব, ঠাকুরপো?

রমেন্দ্র। মানুষ নিত্য-নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়ে, আর পুরাতনের কথা দু'দিনে ভুলে যায়।

নীরদা। আমরা নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়ব—?

রমেন্দ্র। দাদা আর তুমি দুজনেই। তোমার নিজের ত দেখ্‌চি, এরই মধ্যে তার সূত্রপাত হয়েচে। আচ্ছা বৌঠান, তোমার বন্ধুটি যাঁর নাম লীলাদিদি, তোমার কাছে কি জন্যে এসেছিলেন, আর সমস্ত সকাল তোমরা কিসের পরামর্শ আঁটছিলে?

নীরদা। কেন ঠাকুরপো, তাকে দেখে তোমার হিংসে হচ্চে না কি?

রমেন্দ্র। হাঁ হচ্চে। সেই আমার স্থান দখল করবে। আমি যখন চলে যাবো, তখন এই স্ত্রীলোকটিই—

নীরদা আহা, চুপ, চুপ,—চেঁচিও না। লীলাদিদি এই পাশের ঘরেই আছেন।

রমেন্দ্র। এ বেলাও আবার এসেচেন? তবেই বুঝতে পারচ, আমার কথা—

নীরদা। ওঁর জন্মোৎসবে নেমন্তন্ন করেচি, তাই এসেচেন। তুমি নেহাৎ অবুঝের মত কথা বলচ, ঠাকুরপো। আচ্ছা, একটা কথা বলি? একটা জিনিষ চাইব, দেবে?—না, কাজ নেই:

রমেন্দ্র। কি জিনিষ, বৌঠান?

নীরদা। তুমি যে আমার হিতৈষী, বন্ধু, তারই একটা শক্ত পরিচয় আমি নিতে চাই। তুমি তা দিতে পারবে কি?

রমেন্দ্র। হাঁ, নিশ্চয় পারব।

নীরদা। আমার তা হলে অসীম উপকার করা হবে।

রমেন্দ্র। মরতে ত বসেচি। এ সময় তোমার একটা উপকার করব, সে লোভ কি ছাড়তে পারি ?

নীরদা। কিন্তু তুমি জান না, ব্যাপারটি কি রকম গুরুতর।

রমেন্দ্র। তা সে যত গুরুতরই হোক্।

নীরদা। সে ব্যাপার আমার সকল জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। আমি ভাল করে তা বুঝিয়েও তোমায় বলতে পারি না। এতে তোমার পরামর্শ, তোমার সাহায্য চাই, আর চাই তোমার অনুগ্রহ।

রমেন্দ্র। বুঝতে পারচি নে তোমার কথা। খুলেই বল না!—কেন, বিশ্বাস হচ্চে না ?

নীরদা। একমাত্র তোমাকেই আমার বিশ্বাস হয়, সেইজন্যে আমার গোপন কথাটি তোমাকেই বলতে চাই। জানি, এ বিপদে তুমিই আমার বন্ধু,—একমাত্র সহায়। তুমি—

(বলাই প্রবেশ করিল)

বলাই। বাবু ডাক্‌চেন ডাক্তার বাবুকে। সেখানে আরও অনেকে এসেচেন। [প্রস্থান।

নীরদা। এখন তবে বলা হল না—সে অনেক কথা। তুমি তবে এখন যাও। অন্য সময় সব বলব।

রমেন্দ্র। (উঠিয়া) কাজে কাজেই। দাদার আর তর সইল না।

[নিষ্ক্রান্ত।

(ঝি প্রবেশ করিল)

ঝি। (চুপি চুপি) মা, সে লোকটা অনেকক্ষণ থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

নীরদা। কে, কামিখ্যে বুঝি ? তাকে বিদায় করে দিলি নে কেন?

ঝি। বলতে কসুর করি নি মা, কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। তোমার সঙ্গে দেখা করে তবে সে যাবে।

নীরদা। হতচ্ছাড়া, পাজি! আচ্ছা, এক কাজ কর্, তাকে পেছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে আয়। দেখিস্, যেন এর বাষ্পও কেউ না টের পায়।

[ঝি চলিয়া গেল।

কি ভয়ানক! কপালে কি আছে, জানি না।

(নীরদা সামনের দরজা আঁটিয়া দিয়া পাশের একটি ছোট ঘরে গেলেন। কামাখ্যাচরণ পেছনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিল—তাহার আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা।)

আস্তে কথা ক'য়ো, উনি বাড়ীতেই আছেন।

কামাখ্যা। আমার তাতে বয়েই গেল।

নীরদা। কি চাও তুমি আমার কাছে ?

কামাখ্যা। একটা কৈফিয়ৎ।

নীরদা। আচ্ছা, চট্‌পট্‌ সেরে নাও—কিসের কৈফিয়ৎ ?

কামাখ্যা। চাকরিটি আমার গেচে। কেমন, আপনি জানেন ত?

নীরদা। কি করব, রাখতে পারলুম না। তোমার জন্যে বলতে কসুর করি নি, কিন্তু কোনই ফল হল না।

কামাখ্যা। আপনার স্বামী তাহলে আপনাকে এতটুকুও খাতির করেন না দেখ্‌চি। তিনি জানেন, এতে আপনার কি রকম অনিষ্ট হবে—জেনেও তাঁর এ সাহস হল ?

নীরদা। আমার স্বামীর সম্বন্ধে একটু সম্ভ্রম করে কথা ক'য়ো।

তিনি যে এ সব জানেন, সে ধারণা তোমার কিসে হল? তুমি কি চাও এখন তাই বল। বেশী কথা কইবার আমার সময় নেই।

কামাখ্যা। একবার দেখা করতে এলুম। আজ আমি সমস্ত দিন কেবল আপনার কথাই ভেবেচি। আমি একজন কেরাণী, অতি তুচ্ছ ব্যক্তি, কিন্তু আমারও হৃদয় আছে—মায়া-মমতা আছে।

নীরদা। তা হলে আমার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা করচ কেন? আমার ছেলেদের কথা, সংসারের কথা একবার ভেবে দেখ—

কামাখ্যা। আমায় ভাবতে বলচেন, কিন্তু আপনি বা আপনার স্বামী আমার কথা একবারও ভেবেচেন কি? যাক্ সে কথা। আমি কেবল আপনাকে জানাতে এসেছিলুম, আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ণ না হন, আমার দ্বারা প্রথমেই এ বিষয়ের কোন রকম আন্দোলন হবে না।

নীরদা। না, তুমি তা করবে না, আমি জানি।

কামাখ্যা। সমস্ত গোলমাল আপোশে নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে। অন্য কেউ এর বাষ্পও টের পাবে না—কেবল আমরা তিন জনেই যা জানব।

নীরদা। তিন জন কে কে? আমার স্বামীকে কিন্তু এর কিছু-মাত্র জানতে দেওয়া হবে না।

কামাখ্যা। তা কি করে হতে পারে? বাকী টাকা কি আপনি নিজেই এক সঙ্গে দিতে পারবেন মনে করেন?

নীরদা। না, এক সঙ্গে সব টাকা আমি দিতে পারব না।

কামাখ্যা। শীগ্‌গির দেবার কোন উপায় আছে কি?

নীরদা। না, তারও কোন উপায় নেই।

কামাখ্যা। উপায় থাকলেও এখন আর সেটা কোন কাজেই

আপনার লাগচে না। সব টাকা হাতে নিয়েও যদি আপনি এখন দাঁড়িয়ে থাকতেন, তা হলেও সে কাগজখানি আমি ফিরিয়ে দিতুম না।

নীরদা। কেন? সে কাগজ নিয়ে তুমি কি করবে?

কামাখ্যা। কেবল রেখে দেব—আর কিছু না। আমার কাছেই থাকবে সেটা। কেউ কিছু টের পাবে না। কোন ভয় নেই আপনার।

নীরদা। (নতমুখে নীরব রহিলেন)।

কামাখ্যা। ভাবচেন কি?

নীরদা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন) ভাবচি যে অপমানের বোঝা বয়ে আর কি হবে?

কামাখ্যা। অ্যাঁ, আপনি বোঝা নামাবার মতলব আঁটচেন না কি?

নীরদা। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ—

কামাখ্যা। না, না, ও সব দুর্ভাবনা ছেড়ে দিন।

নীরদা। আমি কি ভাবচি না ভাবচি, তুমি তার কি বুঝবে?

কামাখ্যা। ভাবনার ধরণটা অনেক ক্ষেত্রে একই রকম কিনা! আমিও একদিন ভেবেছিলুম, বোঝা নামাতেও গেছলুম কিন্তু সাহস হয় নি।

নীরদা। (নিরুত্তর)

কামাখ্যা। আপনারও সে সাহস হবে না, নিশ্চয় বলতে পারি।

নীরদা। (নিরুত্তর)

কামাখ্যা। দেখুন, আপনার স্বামীর জন্যে এই চিঠিখানা আমি সঙ্গে এনেচি।

(পকেট হইতে চিঠি বাহির করিল)

নীরদা। ও, সব কথা ওতে লেখা আছে বুঝি?

কামাখ্যা। হাঁ, যতদূর সম্ভব গুছিয়ে নম্রভাবে সব কথা বলেচি।

নীরদা। (ব্যস্তভাবে হাত বাড়াইয়া) না, না! কিছুতেই তাঁকে দিতে পাবে না। ও—চিঠি ছিঁড়ে ফেল বলচি—এখনি ছিঁড়ে ফেল। যেমন করে পারি, আমি টাকা দেব তোমায়।

কামাখ্যা। মাপ করবেন, সেটি করতে পারবো না।

নীরদা। তোমার সব টাকাই আমি দোব। যে টাকা তুমি তাঁর কাছে চাও, সেই টাকা এক সঙ্গেই তোমায় দোব।

কামাখ্যা। একটি পয়সাও ত আমি তাঁর কাছে চাই নি!

নীরদা। কি চাও তবে?

কামাখ্যা। আমি নিজেকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাতে আপনার স্বামীর সাহায্য দরকার। এ-ক'বছর অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে আমি দিন কাটিয়েচি, তা ছাড়া তেমন কোন মন্দ কাজও করি নি। নিজের সামান্য উপার্জ্জনেই আমি সন্তুষ্ট ছিলুম। এখন তাও গেল। আমি চাই, একটি ভাল রকম চাকরি: এই ব্যাঙ্কেই যে-কোন উপায়ে হোক্ থাকতেই হবে। এতে আপনার স্বামীর সম্পূর্ণ হাত—তাঁকে দিয়ে এ কাজ করাতেই হবে।

নীরদা। না, তিনি কিছুতেই তা করবেন না।

কামাখ্যা। করতেই হবে তাঁকে। আমায় সাহায্য করতে তিনি বাধ্য।—তারপর কাজে ঢোকা মাত্রই দেখে নেবেন, কি ব্যাপার হয়! এক বছরের মধ্যে আমি ম্যানেজারের ডান হাত হয়ে দাঁড়াব। তখন আমিই হব আসলে ব্যাঙ্কের হর্ত্তা-কর্ত্তা।

নীরদা। কখনই তা হবে না।

কামাখ্যা। হতেই হবে। (চিঠিখানা নীরদার মুখের কাছে নাড়িয়া) এই চিঠির দ্বারাই হবে!

নীরদা। (পেছন হটিয়া দাঁড়াইলেন)

কামাখ্যা। একবার ঢুকতে পারলে হয়! দুদিনে তাঁকে নিজের বাধ্য করে ফেলবো।

নীরদা। অসম্ভব!

কামাখ্যা। (উত্তেজিতভাবে) অসম্ভব নয়, অতি সোজা! আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন যে আপনার মান-সম্ভ্রম এখন আমারই হাতে। (নীরদা কঠিন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন) শুনুন, আমার কথা। এখনো আপনি সাবধান হয়ে যান। বোকার মত কোন কাজ করবেন না। হেমন্তবাবু এই চিঠি পেয়ে একটা কিছু করবেনই—আপনারও তা জানতে বাকী থাকবে না। এই যে অপ্রীতিকর কাজে আমায় হাত দিতে হল, এর জন্য আপনার স্বামীই দায়ী! আমার ত এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার ইচ্ছে ছিল না! আমি তাঁকে এইবার দেখে নেব।—আচ্ছা, চল্লুম এখন,—বিদায়। [দ্রুত প্রস্থান।

নীরদা। (পূর্ব্বের কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দরজা অল্প ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিলেন) চলে গেল। যাক্! চিঠিখানা তা হলে ওঁকে দেবে না! নাঃ, তা কি পারে? শুধু ভয় দেখাচ্ছিল আর কি! বেচারীর কিন্তু বড় কষ্ট! ও কি! আবার এদিকে ফিরে এলো কেন? সর্ব্বনাশ, চিঠির বাক্সের দিকে যাচ্চে যে! ওই ত, ওই ত চিঠিখানা বাক্সে ফেলে দিয়ে চলে গেল! ওই যে দেখা যাচ্চে চিঠিখানা! সর্ব্বনাশ, এবার সত্যি সত্যি সর্ব্বনাশ হল!

(লীলাবতী প্রবেশ করিলেন)

লীলাদিদি! এস ত এদিকে!

লীলাবতী। কি হয়েচে? এত অস্থির দেখ্‌চি কেন?

নীরদা। এস না এদিকে। আগে দেখ ত বাক্সের ভেতর একখানা চিঠি দেখতে পাচ্চ কি না? ঐ যে বারান্দার ও-ধারে বাক্স!

লীলাবতী। হাঁ, হাঁ—ওই ত রয়েচে।

নীরদা। কামিথ্যে ওখানা ফেলে দিয়ে গেল!

লীলাবতী। ও—কামিথ্যের কাছেই টাকা ধার নিয়েছিলে বুঝি?

নীরদা। হাঁ দিদি। উনি এবার সবই জানবেন। (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন)

লীলাবতী। আমার ত মনে হয় বোন্, সেটা তোমাদের দুজনের পক্ষেই ভাল।

নীরদা। তুমি ত সব কথা জান না দিদি! আমি যে একটা নাম জাল করেছিলুম!

লীলাবতী। সর্ব্বনাশ! সে কি কথা!

নীরদা। একটি কথা কেবল তুমি আমার রাখ, দিদি! তুমি আমার সাক্ষী থাক।—

লীলাবতী। কিসের সাক্ষী?

নীরদা। যদি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়—সে রকম হওয়া বিচিত্র নয়—যদি তাই হয়—

লীলাবতী। নীরদা!—

নীরদা। কিম্বা যদি এমন হয় যে, কোন কারণে আমায় এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হয়—

লীলাবতী। নীরদা, সত্যই দেখ্‌চি তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেচে!

নীরদা। আর যদি এমন হয় যে, উনি নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিতে চান—বুঝতে পারচ?—তা হলে—

লীলাবতী। (সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন)

নীরদা। তা হলে দিদি, তুমি আমার হয়ে সাক্ষী দিয়ো—ব'লো যে সব মিথ্যে। এখন আমার মাথা এতটুকুও খারাপ হয় নি—আমি সজ্ঞানেই বল্‌চি. এই ব্যাপারের জন্যে অন্য কেউ এতটুকুও দায়ী নয়। একা আমি নিজের বুদ্ধিতেই এ কাজ করেচি। মনে রেখো দিদি, আমার এই কথা।

লীলাবতী। তা যেন হোল, কিন্তু আমি এর কিছুই বুঝতে পারচি নে।

নীরদা। কি করে পারবে বল!—(সহসা উৎফুল্ল হইয়া) দেখ দিদি, একটা মজা হয় ত এখনি দেখতে পাবে!

লীলাবতী। কি মজা?

নীরদা। ভারী মজা, কিন্তু ভয়ঙ্কর! না—তা কিন্তু হতে দেব না। কিছুতেই না, তার আগে বরং—

লীলাবতী। দেখ, আমি এখনই গিয়ে কামিখ্যের সঙ্গে দেখা করচি।

নীরদা। যেওনা দিদি, যেওনা। সে অতি ভয়ানক লোক— তোমাকেও হয়ত বিপদে ফেলবে!

লীলাবতী। নাঃ, আমার কোন অনিষ্ট করবার সাহস তার হবে না। সে আমায় ভাল রকম চেনে।

নীরদা। তোমায় ভাল রকম চেনে?

লীলাবতী। হাঁ। একদিন আমি তার বিশেষ উপকার করেছিলুম —বিষম সঙ্কট থেকে তাকে বাঁচিয়েছিলুম। মিশনের চাকরি ছেড়ে যে ভদ্রলোকটির বাড়ীতে আমি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতুম, কামিখ্যেও সেখানে রোজ মামলা-মোকদ্দমার কাজ নিয়ে যাতায়াত করত। যাক্,

সে অনেক কথা, আর একদিন বলব তখন।—এখন ওর বাসার সন্ধানটা বলত!

নীরদা। আমি তো জানি না—ঝি জানে।

(হেমন্ত আসিয়া দরজায় ঘা দিলেন)

কে ওখানে?

হেমন্ত। (বাহির হইতে) বলি, আমি ঘরের ভিতর একবার যেতে পাব কি?

নীরদা। ও, তুমি!—একটু থাম, লক্ষ্মীটি! এই হলো বলে!

(লীলাবতীর প্রতি—নিম্নস্বরে)

গিয়ে আর কি হবে দিদি? এখনি ত উনি চিঠির বাক্স খুলবেন!

লীলাবতী। চাবি কোথায়?

নীরদা। ওঁরই কাছে।

লীলাবতী। কামিখ্যেকে গিয়ে ধরচি। কোন না কোন অছিলায় সে তার চিঠিখানা ফিরিয়ে চাইবার ব্যবস্থা করবে।

নীরদা। কিন্তু অত করবার সময় কোথায় দিদি? এখনি ত উনি বাক্স খুলবেন—রোজ এই সময় খোলেন।

লীলাবতী। তাই ত!—আচ্ছা, এক কাজ কর,যেমন করে পার খানিকক্ষণ ওঁর মন অন্যদিকে লাগিয়ে রাখ—গল্প-সল্প করে হোক্, দুটো গান গেয়ে হোক্—বুঝলে? যত শীগ্‌গির পারি আমি ফিরে আসচি।

[দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

[নীরদা ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী অতি দ্রুত যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া পরদাটি সরাইয়া ফেলিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে পুষ্পাধারের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত বাতিগুলি জ্বালাইয়া দিলেন। উজ্জ্বল আলোকে গৃহখানি

ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল—পুষ্পের সুমধুর গন্ধে কক্ষ আমোদিত হইল। এইবার তিনি সুন্দররূপে বেশ-ভূষা পরিবর্ত্তন করিলেন। তারপর, নিঃশব্দে কক্ষের অর্গল মুক্ত করিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে বাজনার নিকট গিয়া বসিলেন এবং গান ধরিলেন]

"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি !
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি !
তুমি এস হৃদে এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য-ভাতি !
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা,
আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যূঁথি জাতি।
তব পদতল-লীনা, বাজাব স্বর্ণবীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী !"

[গানের শব্দ পাইয়াই হেমন্ত ঘরে ঢুকিয়া একখানি আসন দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং নীরদার অপূর্ব্ব বেশভূষা ও পুষ্পসজ্জা দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও মোহিত হইতেছিলেন]

হেমন্ত। এ যে মেঘ না চাইতেই জল ! আচ্ছা, তোমার মতলবখানা কি ? আজ ফুল-শয্যার পুনরাভিনয় হবে না কি ?—তা বেশ ! কিন্তু একা-একা শুনলে ত চলবে না ! রমেন বেচারা কি দোষ করলে ! ছেলেরাই বা গেল কোথা ! আচ্ছা, আমি এক কাজ করি—ওদের সব ডেকে আনি, আর চিঠিগুলোও অমনি দেখে আসি।

নীরদা। (বাজনার সুর দিতে দিতে) থাক্ এখন ও-সব—ছেলেরা ঘুমুচ্চে।—তুমি বসো।—ওগো, তুমি একাই শোনো—

"আমি যে আর সইতে পারিনে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।

হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারিনে।

আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কি হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্ম্মরে।

কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারিনে॥"

(হেমন্ত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। নীরদা তাঁহার দিকে একবার মাত্র করুণ কটাক্ষ করিয়া আবার গাহিলেন)

"মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।

মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।

মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়॥"

ওঃ—(দীর্ঘনিশ্বাস)

হেমন্ত। সুন্দর! ভারী চমৎকার!—আচ্ছা, তুমি একটু জিরোও, আমি ততক্ষণ চিঠিগুলো বার করে নিয়ে আসি, এখানেই বসে বসে দেখবো না হয়—অনেক জরুরী খবর আসবার কথা!

(হেমন্ত উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র নীরদা আবার অতি করুণকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন)

"ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে,
শেষ হ'ল মোর গান ;
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান ।

অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি,
ঐ হাতে মোর হাত দুটি লও
লও গো আমার প্রাণ ।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান ।

ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা
চুকিয়ে লও গো ভয় ।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে' লও জয় ।

লও গো আমার নিশীথ রাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমার সকল শক্তি,
সকল অভিমান ।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান ।"

(গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমন্ত কক্ষের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন)

তৃতীয় অঙ্ক

[হেমন্তের কক্ষ। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে]

নীরদা। (গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন) সমস্ত দিন বুকের ভেতর যেন আগুন জ্বলছে। আর কতক্ষণ এমন করে কাটবে? বড় জোর দু ঘণ্টা—! তারপর—?

(লীলাবতী প্রবেশ করিলেন। নীরদা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন) কে ও? লীলাদিদি? কিছু করে আসতে পারলে?

লীলাবতী। কামিখ্যের দেখা পেলুম না। তবে চিঠি লিখে তার টেবিলের উপর রেখে এসেচি। এক্ষুনি আবার যাব।

নীরদা। হুঁ—

লীলাবতী। উনি বোধ হয় চিঠিখানা এখনও খোলেন নি?

নীরদা। না। ঐটুকুই এখনও যা ভরসা। গান গেয়ে প্রথমটা ভুলিয়ে রেখেছিলুম। তারপর ঘর থেকে বার হতেই বন্ধুরা এসে পাকড়াও করলে, তাই আর চিঠি খোলবার অবসর পান নি। তার পর এতক্ষণ ত এই খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল, এখন বাইরে বসে গল্প করচেন। এইবার সকলে চলে গেলে শোবার আগেই চিঠি বার করবেন। এবার ত আর ভুলোতে পারা যাবে না—আচ্ছা দিদি, তুমি তবে এখন খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবে চল! আমার জন্যে আর কত হায়রাণ হবে তুমি! উনি হয়ত এখনি এসে পড়বেন। অদৃষ্টে আমার যা আছে, তাই হবে, আর ভাবতে পারি না!

লীলাবতী। কিন্তু আমার কথা যদি শোন ভাই, তাহলে এ সব-কথা ওঁকে জানানোই ভাল। তাতে তোমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।

নীরদা। (হতাশভাবে চাহিয়া) হুঁ—তা জানি।

লীলাবতী। তা হলে এ চিঠিখানার জন্যে অত ব্যস্ত না হলেও চলে। কামিখ্যেকে আমি ঠিক করে নেব—সে জন্যে কোন ভাবনা নেই।

নীরদা। তুমি দিদি, বড্ড ভাল, কিন্তু কি হবে এত সব করে! আমি যা করব, তা ঠিক করে নিয়েছি।

লীলাবতী। আমি তা হলে এখন চল্লুম—আবার তার কাছেই যাচ্চি।

নীরদা। খেয়ে যাবে না?

লীলাবতী। খাওয়া-দাওয়া আজ থাক্।

নীরদা। কোন দরকার নেই কিন্তু আর সেখানে যাবার!

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন)

হেমন্ত। (লীলাবতীর প্রতি) এই যে আপনি! এতক্ষণ কোথা ছিলেন? নীরো আজ কি চমৎকারই গান শোনালে! কিন্তু আমি একাই শুনলুম, আপনি থাকলে আরও আমোদ হ'ত। আচ্ছা, আর একদিন হবে তখন। কি বল নীরো?

লীলাবতী। আজ আপনার জন্যেই এই আয়োজন—আপনি শুনেচেন, তাতেই সব সার্থক হয়েচে। নীরদা, আজ তবে ভাই চল্লুম। তুমি বেশ চেপে-চুপে চ'লো—কোন কাজে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বুঝলে?

হেমন্ত। হাঁ, ওই কথাটিই ওকে ভাল করে বলে যান ত!

লীলাবতী। বলেছি বৈ কি। আচ্ছা, আজ তবে আসি। [নিষ্ক্রান্ত।

হেমন্ত। (নীরদার পার্শ্বে বসিয়া) আজ সমস্ত দিন তোমার ভারী খাটুনি গেচে?

নীরদা। নাঃ, তেমন আর কি!

হেমন্ত। বড্ড ঘুম পাচ্ছে বোধ হয়?

নীরদা। মোটেই না। বরং আরও ফুর্ত্তি বোধ হচ্চে। তোমাকেই বরং শুক্‌নো দেখাচ্চে—আর দুটো গান শুনবে?

হেমন্ত। সুধায় কার অরুচি, বল? নাঃ, আজ থাক্। তুমি এখন শোও। তোমায় বড্ডই অবসন্ন দেখচি।

নীরদা। হাঁ, সত্যি আমার বড্ড ঘুম পাচ্চে। আমি শুই গে। শোব—কি মরবো!

হেমন্ত। আমি এখনই আস্‌চি। (উঠিলেন)

নীরদা। কোথায় যাচ্চ?

হেমন্ত। চিঠিগুলো আজ বাক্স থেকে বার করাই হয় নি।

নীরদা। আজ রাত্রে আর নেই বা হোল বার করা? সকালে দেখো তখন!

হেমন্ত। (বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে) ভয় নেই গো, তোমায় বেশীক্ষণ বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। এখনই আমি আসচি। শুধু চোখ বুলিয়েই রেখে দেব আজ।—(চিঠির বাক্সের নিকটে গিয়া) এ কি! কেউ তালা খুলতে গেছলো যেন মনে হচ্চে!

নীরদা। সে কি?

হেমন্ত। তাইত দেখচি! চাবি ঘুরচেই না যে! এর মানেটা কি! ঝি-চাকর অবিশ্যি কেউ সাহস পাবে না।—এই যে একটা চুলের কাঁটা পড়ে রয়েচে। এটা তোমারই মাথার কাঁটা—না? দেখ ত এসে!—

নীরদা। (একেবারে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া) সত্যি নাকি? তা হলে ছেলেরা কেউ নাড়াচাড়া করেছিল হয় ত!

হেমন্ত। ছেলেরা? তাদের ধমকে দিও—আর কখ্‌খনো না করে। যাক্‌,—খুলে ফেলেচি যা-হোক্‌ করে। ইস্‌, এ-যে এক কাঁড়ি চিঠি জমা হয়ে রয়েচে।

নীরদা। তবে তুমি এখন তোমার চিঠি পড় গে—আমি এই শুলুম।

হেমন্ত। কতক্ষণ আর লাগবে! এই এলুম বলে।

[অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

নীরদা। (শয্যার উপর নিতান্ত অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন) আঃ, যা ভাবতে পারি নে তাই হোল—তবে আর কি! বিদায় প্রিয়তম, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—এই শেষ। একটু পরেই ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে সব ফুরিয়ে যাবে—ছেলেদের একবার শেষ দেখা দেখতে সাধ হয়, দেখে আসি—বাছারা আমার এই পাশের ঘরেই শুয়ে ঘুমুচ্চে। আহা, কিছু জানে না তারা, যাই একবার। (উঠিলেন) না,—তাদের ছোঁব না—বাছাদের সর্ব্বনাশ করব না—ছুঁত্‌ লেগে যাবে!—এতক্ষণে উনি চিঠি খুলেচেন—পড়্‌চেন নিশ্চয়! এক্ষুনি যদি এসে পড়েন?—না, আর দেরী করা নয়!—মায়া! কিসের মায়া? (দীর্ঘনিশ্বাস) ওই যে কার পায়ের শব্দ পাচ্চি না? সর্ব্বনাশ! দুম্‌-দুম্‌ করে এই দিকেই যে আস্‌চেন। ওই এসে পড়লেন!—ওই এসে পড়লেন!—কি করি এখন?—যাই, পালাই—

(নীরদা বেগে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় হেমন্ত একখানা খোলা চিঠি হস্তে প্রবেশ করিলেন)

হেমন্ত। (কর্কশ কণ্ঠে) নীরদা—

নীরদা। ওঃ!—

হেমন্ত। এ চিঠিখানা কি, জান?

নীরদা! জানি—যেতে দাও, আমায় বাইরে যেতে দাও।

হেমন্ত। (পথ রোধ করিয়া) না, দাঁড়াও। কোথায় যাবে, হতভাগিনি—

নীরদা। (বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতে করিতে) আর কিন্তু আমায় বাঁচাতে পার না!

হেমন্ত।—সত্যি কি এ কথা?—যা আমি এই চিঠিতে পড়চি?—কি ভয়ঙ্কর! বল, বল, না,—অসম্ভব—এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

নীরদা। হাঁ সত্যি। ওগো, তোমায় যে আমি ভালবাসতুম—জগতের সকল বিপদ তুচ্ছ করে—

হেমন্ত। রাখ তোমার ও সব বাজে কথা—

নীরদা। সর, পথ ছাড়—

হেমন্ত। ছিঃ ছিঃ! এ কি করেচ তুমি?

নীরদা। দাও আমায় চলে যেতে দাও। আমার জন্যে তুমি কেন কষ্ট পাবে—তুমি কেন এ নিয়ে ব্যস্ত হচ্চ?

হেমন্ত। রেখে দাও ও-সব কাব্যের কথা! কোথায় যাবে তুমি? (ভিতর দিক হইতে দরজায় তালা বন্ধ করিলেন) দাঁড়াও ওখানে। এ যা তুমি করেচ, তার কৈফিয়ৎ দাও।—কি করেচ, বুঝতে পারচ কি? বল—জবাব দাও—বুঝতে পারচ?

নীরদা। (শুষ্ক দৃষ্টিতে হেমন্তের দিকে চাহিয়া রহিলেন) হাঁ পারচি—বুঝতে একটু একটু পারচি—

হেমন্ত। (উত্তেজিতভাবে পায়চারি করিতে করিতে) কি ভয়ঙ্কর! উঃ, এদ্দিনে আমার চোখ খুললো। এই আট বছর ধরে যে আমার চিন্তায় সুখ, হৃদয়ের আনন্দ, তার ভেতরে এত! সে ভণ্ড,

মিথ্যাবাদী, জালিয়াৎ! কি লজ্জা—কি ঘৃণা—কি কুৎসিত! এ রকম একটা-কিছু যে ঘটবে, তা যেন আমার মন বলে দিচ্ছিল! যে বাপের মেয়ে তুমি—বাস্, চুপ করে দাঁড়াও—বাপের সব গুণ গুলিই পেয়েচ! ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না—বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না—কোন রকম কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না, তাঁর। সে দিকে দৃষ্টি না করে আমি এখন কি সাজাটাই পেলুম। আমি তোমার জন্যেই সে-সব খেয়াল করি নি! আর তুমি কি না এই রকমে তার শোধ দিলে?

নীরদা। ঠিক বলেছ তুমি! আমার অপরাধের সীমা নেই।

হেমন্ত। তুমি এখন আমার সুখশান্তি সব নষ্ট করে দিলে—তোমা হ'তে আমার উন্নতির পথও বন্ধ হল। কি ভয়ঙ্কর! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এখন আমি কি না কানিখোর মত একটা ধাপ্পাবাজ জোচ্চোরের বাধ্য হয়ে পড়লুম! সে এখন আমায় নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে—হুকুম পর্য্যন্ত চালাতে পারে—আমার টুঁ করবারও যো নেই। তার হাতে এখন আমি খেলার পুতুল! আমার এই দুর্দ্দশা—এই শোচনীয় পরিণাম হল কেন—না, একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন একগুঁয়ে স্ত্রীলোকের দুর্ব্বুদ্ধির জন্যে—

নীরদা। ওগো, আমি ত চলেই যাচ্চি, তবে আর তোমায় এ জন্যে ভুগতে হবে কেন?

হেমন্ত। চুপ্, এ-সব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাইনে। বাবারও তোমার ও-ধরণের কথার পুঁজি ঢের ছিল। চলে যাবে!—তাতে আমার কি লাভ হবে, শুনি?—এতটুকুও লাভ নেই! যার কাছে ইচ্ছে এ কথা সে রাষ্ট্র করবে—তখন সবাই ভাববে, আমিও এর ভেতর ছিলুম—আমারই ইঙ্গিত মত তুমি এ কাজ করেছিলে, আর

আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই আড়ালে ছিলুম! তুমি বুঝতে পারচ কি নীরদা, কি সর্ব্বনাশটাই আমার তুমি করেচ?

নীরদা। হাঁ। তখন বুঝিনি যে—

হেমন্ত। শোনো, এর প্রতিবিধান করতেই হবে—আমার এ দুর্নাম কিছুতেই আমি রাষ্ট্র হ'তে দেব না। খুলে ফেল তোমার ঐ সাজ-সজ্জা—খুলে ফেল এখনই। এর একটা হেস্ত-নেস্ত করি। লোকটাকে যে-কোন রকমে হোক্ ঠাণ্ডা করতেই হবে—যত টাকা চায় সে, দিয়ে একটা মিট্‌মাট করে ফেলতে হবেই। আর তারপর তোমায় আমায়? যেমন ছিলুম, জগতের চোখে ঠিক তেমনই থাক্‌ব। তুমি এই বাড়ীতেই থাকবে—যেমন ছিলে। কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা রকমে। ছেলে-মেয়েদের ছুঁতে পাবে না—তোমার কাছে তাদের রেখে আর আমার বিশ্বাস নেই। কি আপ্‌শোষ! এমন কথাও তোমায় বল্‌তে হ'ল! যাকে আমি এত ভালবাসতুম,—এখনো যাকে—না, আর না, সব ফুরিয়ে গেচে! এই মুহূর্ত্ত থেকে ভালবাসার কথা—সুখের কথা আস্‌তেই পারে না আর। কেবল কোনরকম করে বাইরের ধরণটা রেখে চলতে হবে আর কি!

(দরজায় ঘা পড়িল)

এত রাত্রে আবার কে? সেই পাজিটা নয় ত? হ'তে পারে। তুমি কোন জবাব দিও না—শুয়ে পড় তুমি—ব'লো অসুখ করেচে।

(নীরদা কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়াই রহিলেন—হেমন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলিলেন। ঝি আসিয়া দেখা দিল)

ঝি। মা'র চিঠি—লীলাবতী এসে দিয়ে গেলেন।

হেমন্ত। (ব্যস্তভাবে) দাও, আমায় দাও। যাও তুমি।

(ঝি চলিয়া গেল—আবার দরজা বন্ধ করিলেন)

হাঁ, তার কাছ থেকেই ত। না তুমি না—আমিই পড়ব। কি লিখেচে দেখি আবার—পাজি—বদ্‌মায়েস্! চিঠিখানা খুলতে কিন্তু হাত কাঁপ্‌চে। না জানি, আবার কি সর্ব্বনাশের কথা এতে আছে। নাঃ, তবু পড়তেই হবে।

(চিঠি খুলিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে চোখ বুলাইয়া লইলেন। চিঠির সঙ্গে আর একখানা কাগজ গাঁথা ছিল, সেটা দেখিয়াই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

নীরদা। (তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন)

হেমন্ত। নাঃ, আর একবার পড়ে দেখি—হাঁ সত্যিই বটে, কাগজখানা সে ফেরত দিয়েচে—আসলখানাই। আঃ, বেঁচে গেলুম তাহলে—বেঁচে গেলুম আমি—

নীরদা। আর আমি ?—

হেমন্ত। হাঁ, তুমিও! তুমি আর আমি দুজনেই বেঁচে গেলুম। এখন আর কেউ কিছু কর্‌তে পারে না আমাদের। নীরদা, নীরদা—থাম, আগে এই লক্ষ্মীছাড়া কাগজখানাকে পুড়িয়ে ফেলি, তারপর অন্ত কথা। আচ্ছা, পড়ে দেখি একবার—

(কাগজখানার উপর চোখ রাখিয়া)

না, না—ভারী কুৎসিত—ভারী বিশ্রী—এ আমি পড়তে পার্‌বো না—তা'হলে একটা বিশ্রী দাগ আমার মনে লেগে যাবে।

(খণ্ড খণ্ড করিয়া কাগজখানা ছিঁড়িয়া আলোয় ধরিলেন। যতক্ষণ সেটা পুড়িতে লাগিল, ততক্ষণ উভয়ে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন)

যাক্ আর ভয় নেই।—দেখ, নীরদা, ও লিখেছিল যে আজ সকাল

থেকে এই ব্যাপার চল্‌চে।—আজ তাহলে সমস্ত দিন ধরে তুমি কি কষ্টই না ভোগ কর্‌চ!

নীরদা। (অন্যমনস্ক ভাবে) হুঁ—

হেমন্ত। নিজের আগুনে নিজেই পুড়েচ! কি ভয়ঙ্কর! যাক্‌, এ সব কথা আর নয়। এখন আমরা নিশ্চিন্ত। এখন আমরা প্রাণ খুলে আমোদ-আহ্লাদ করতে পারি—আর কিসের ভয়! কি বল, নীরদা? শুন্‌চ আমার কথা? আর কোন ভয় নেই! আঃ!—তোমার যে এখনো ভয় যায় নি, দেখ্‌চি।—একি? এমন করে চেয়ে রইলে যে!—ও নীরো, শুন্‌চ? তোমার সব দোষ ভুলে গেচি—তোমায় আমি ক্ষমা করেচি। এখনো চেয়ে আছ? বিশ্বাস হচ্চে না বুঝি?—সত্যি নীরো, তোমায় ক্ষমা করেচি—আর কোন কথা আমার মনে নেই। আমি এখন বেশ বুঝতে পার্‌চি, আমার প্রতি ভালবাসার দরুণই তুমি এ কাজ করেছিলে।

নীরদা। সত্যিই সে কথা। তুমি বিশ্বাস করেচ? বল, সত্যি বল!

হেমন্ত। সত্যিই বিশ্বাস করেচি। স্ত্রীর স্বামীকে যে রকম ভালবাসা উচিত, ঠিক সেই রকমই তুমি আমায় ভালবাস; কেবল তোমার বুদ্ধি তত পরিষ্কার নয় বলেই এই অবিবেচনার কাজ করে ফেলেছিলে। কিন্তু, তাই বলে কি তুমি ভাবো যে, তোমার এই অল্প বুদ্ধির দরুণ আমিও তোমায় কিছু কম ভালবাসি? না, তা মনেও স্থান দিয়ো না। আর দেখ, আমার উপরেই তুমি এবার থেকে ষোল আনা নির্ভর করে চল। তোমার অকেজোমির দরুণ আমার চোখে তা হলে তুমি আরও বেশী সুন্দর হবে। কেমন, বুঝেছ আমার কথা? রাগের ঝোঁকে

যা বলে ফেলেচি, সে সব ভুলে যাও। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি তোমায় ক্ষমা করেচি, নীরো, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি, ক্ষমা করেচি!—

নীরদা। তুমি মহৎ!

(ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া একটা দেরাজ খুলিলেন)

হেমন্ত। কোথায় যাচ্চ? কি ওখানে?

নীরদা। কাপড় নিচ্চি।

হেমন্ত। হাঁ, এ-সব ছেড়ে ফেল, ঠাণ্ডা হও। ভয় নেই তোমার, আমি থাকতে কিসের ভয় তোমার?

(দরজা এতক্ষণ বন্ধই ছিল। এখন দরজা খুলিয়া দিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন)

আঃ ঘরটি কি চমৎকার ঠাণ্ডা—বাইরে কিন্তু বড্ড গরম।—মন থেকে সব কথা মুছে ফেল, নীরো, আর কোন ভয় নেই। একটু স্থির হয়ে ঘুমোও, সকালে উঠে দেখবে, মন একেবারে হাল্কা হয়ে গেচে। যেমন আনন্দে আমাদের দিন কাটত, তেমনি আনন্দেই কাটবে—আজকের এই তর্কাতর্কির কথা মনেও আসবে না। তুমি কি ভাবো, নীরো, তোমায় দুটো কড়া কথা বলেচি বলে আমার মনটা কেমন করচে না? তুমি বোধ হয় জান না, নীরো, যারা খাঁটি মানুষ, তাদের মন কি রকম? স্ত্রীকে ক্ষমা করলে—তার কোন দোষ প্রাণের সহিত মার্জ্জনা করলে, স্বামীর মন কি রকম প্রফুল্ল হয়, তা তুমি জান না, বোধ হয়। যাক্—এর পর, মনে তুমি আর এতটুকুও খোঁচ রেখো না। যখন যা হবে, সব আমায় নির্ভয়ে খুলে বলবে—আমার পরামর্শ মত চলবে—এ কি! শোবে না?—এ বেশ কেন?

নীরদা। না, আজ আর শোব না। রাত্রি এখনো বেশী হয়নি। তুমি একটু বসো, কথা আছে।

হেমন্ত। কি কথা আবার!

নীরদা। ওইখানটায় বসো। একটু দেরী হবে—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

হেমন্ত। (অশান্তভাবে বসিলেন) তোমায় আমি কখনো বুঝতে পারলুম না।

নীরদা। ঠিক বলেছ। আমায় তুমি সত্যিই বুঝতে পারনি—আর আমিও দেখ্‌চি, এদ্দিন আমিও তোমায় বুঝতে পারি নি। থাম, অস্থির হয়ো না। কেবল যা বলি, চুপ করে শুনে যাও। দেখ, আজ আমি আমাদের দেনা-পাওনা শেষ করতে চাই।

হেমন্ত। সে কি?

নীরদা। আমাদের আজ আট বচ্ছর বিয়ে হয়েচে, কেমন?—তোমার কি মনে হয় না যে, এই আট বছরের ভেতর আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে আজ এই প্রথম ঝগড়াঝাটি হলো?

হেমন্ত। ঝগড়াঝাটি আবার কিসের?

নীরদা। আজ এই এদ্দিনের ভেতর, কি আরও অনেক আগে—যবে থেকে তোমাতে-আমাতে পরিচয় হয়েচে—আমাদের দুজনের মধ্যে কখনো কোন বিষয় নিয়ে সামান্য-একটা তর্কাতর্কিও হয় নি।

হেমন্ত। সেটা কি ভাল হ'ত মনে কর যে, দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিযোগ আমি তোমায় জানাতুম, আর তুমি তাই নিয়ে বৃথা মন খারাপ করতে—না হয় তর্ক জুড়ে দিতে?

নীরদা। অভাব-অভিযোগের কথা আমি আন্‌চি না। আমি বলতে

চাই যে, আমরা এ-পর্যন্ত দুজনে একসঙ্গে বাস করেও কোন বিষয়ই আগাগোড়া বুঝে দেখবার চেষ্টাও করি নি।

হেমন্ত। বুঝে কি লাভ হত ?

নীরদা। ঠিক বলেচ। কোন দিনই তুমি আমার কথা বোঝ নি। দুজন তোমরা আমার সম্বন্ধে বরাবরই মস্ত ভুল করেচ—বাবা আর তুমি!

হেমন্ত। কি বল্লে! আমরা ভুল করেচি—যারা-দুজন এ সংসারে সব-চেয়ে তোমার ভালবাসার—

নীরদা। (ঘাড় নাড়িয়া) আমায় তুমি কোন দিনই ভালবাস নি—কেবল ভালবাসা দেখাতে মাত্র—তাতেই তোমার আনন্দ ছিল।

হেমন্ত। এ-সব কি কথা শুন্‌চি নীরো, তোমার মুখে ?

নীরদা। যা শুন্‌চ, তা সত্যি—খাঁটি সত্যি। যখন বাবার কাছে থাক্‌তুম, তিনি সব-তাতে নিজেরই মতামত বলে যেতেন। আমিও তাঁরই মতে মত দিতুম। নিজের স্বাধীন ইচ্ছা কিছু জানাতে গেলেই, তাঁর পছন্দ হ'ত না; কাজেই চুপ্ করে যেতুম। বাবা আমাকে তাঁর খেলার পুতুল বলতেন। আমায় নিয়ে তিনি ঠিক তেমনি ভাবেই চলতেন,—আমিও যেমন এককালে নিজের পুতুলগুলি নিয়ে খেলা করতুম—তারপর যখন সেখান থেকে তোমার কাছে এ বাড়ীতে এলুম—

হেমন্ত। আমাদের বিয়ের কথা বল্‌চ, তুমি ?

নীরদা। হাঁ, কেবল হাত বদ্‌লান হলো—শুধু এই আর কি! তাঁর হাতে ছিলুম, তারপর তোমার হাতে এলুম—তফাৎ কেবল এইটুকু। যাক্, তখন তুমি নিজের পছন্দ-সই সকল রকম ব্যবস্থা করে ফেল্লে। আমিও বাবার কাছে যেমন ছিলুম, তোমার কাছেও ঠিক

তেমনিই রইলুম, অর্থাৎ তোমার মতেই মত দিয়ে যেতে লাগলুম। কোন বিষয়ে দুজনের মতামতের পার্থক্য হলেও বাধ্য হয়ে আমায় তোমারই মতে সায় দিয়ে আসতে হয়েচে। এই রকমে সারাটা জীবন কি আমাকে নিজের সঙ্গে আর তোমার সঙ্গে ছলনা করে আসতে হয় নি? পেছন ফিরে যখনি চাই, তখন কি দেখি, জান? দেখি যে তোমার সংসারে কেবল এক মুঠো পেটের ভাত আর একখানা পরবার কাপড় পেয়েই সন্তুষ্ট থেকে, সামান্য একটা দাসীর মত আমাকে এতদিন কাটাতে হয়েচে,—আর মনের সঙ্গে চাতুরী করতে হয়েচে। বাবা আর তুমি দুজনেই আমার সম্বন্ধে ভয়ানক অন্যায়, ভয়ানক অবিচার করে এসেচ—শুধু তোমাদেরই দোষে আমি জীবনে কোন কাজ করতে পারি নি—কোন কাজ করবার যোগ্যতাও আমার হয় নি!

হেমন্ত। তোমার পেটে এত! নীরদা, এ সব কি বলচ তুমি? তুমি কি তা হলে সুখী ছিলে না?

নীরদা। একদিনের জন্যেও নয়। আমি মনে করতুম, আমি সুখী, আসলে কিন্তু তা নয়!

হেমন্ত। সুখী ছিলে না তা হলে?

নীরদা। না। সুখ কারে বল?—আমোদে ছিলুম মাত্র। অনুগ্রহ তুমি আমার উপর যথেষ্টই করতে, সে কথা চিরদিন বলব। অনুগ্রহের কোন দিন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু আমাদের এই গেরস্থালিটা খেলাঘরের চেয়ে কি কোন বিষয়ে তফাৎ ছিল, বলতে চাও? আমি ছিলুম তোমার পুতুল স্ত্রী—ছোটবেলায় বাবার যেমন আমি খেলার পুতুল ছিলুম, ঠিক তেমনি!—আর আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন ছোট-ছোট পুতুল! আমি ছেলেদের নিয়ে খেলা করলে তারা যেমন আমোদ পায়,—তুমি আমায়

আদর জানালে আমিও সেই রকম আমোদ পেতুম। এই আমাদের বিবাহ—এই ছিল আমাদের সংসার!

হেমন্ত। যা তুমি বলচ, তা অনেকটা সত্যি—যদিও তুমি নিজের মতটা টেনেটুনে বাড়িয়ে বলে যাচ্চ। তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেচি। এখন থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ সংসার অন্য রকমের হবে। খেলার সময় কেটে গেল—এইবার শিক্ষা আরম্ভ।

নীরদা। কার?

হেমন্ত। কেন তোমার, আর সেই সঙ্গে ছেলেদের?

নীরদা। হায়, স্ত্রী হবার উপযোগী আমাকে শিক্ষা দেবার যোগ্যতা তোমার যদি থাকৃত!

হেমন্ত। এই কথা তুমি বল্‌চ?

নীরদা। আর আমি!—আমিই বা ছেলেদের লালন-পালন করবার, কি শিক্ষা দেবার উপযুক্ত কি-করে হ'তে পারি?

হেমন্ত। কেন?

নীরদা। তুমি নিজেই না এই মাত্র বলেচ—এই একটু আগে যে, আমার হাতে ছেলেদের দিয়ে তুমি বিশ্বাস করতে পার না?

হেমন্ত। রাগের মাথায় বলেচি সে কথা। ওই কথাটাই অত মনে করচ কেন?

নীরদা। না—, তোমার কথাই ঠিক। ও কাজের যোগ্য পাত্রী আমি নই। তার আগে অন্য কাজ আমায় করতে হবে। আমার নিজেরই প্রথমে শিক্ষার দরকার—কিন্তু তোমার দ্বারা ত সে কাজ হ'তে পারে না! সে কাজ আমি নিজে-নিজেই করব, আর এইজন্যে—কেবল এই জন্যেই—তোমার কাছ থেকে আমি এখন চলে যাচ্চি।

হেমন্ত। (লাফাইয়া উঠিয়া) কি বল্লে?

নীরদা। নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াব আমি। তা নইলে নিজেকে বুঝব কেমন করে—অপরকে নিজের কথা বোঝাবই কি করে? কেবল এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আর আমি থাকতে পারি না!

হেমন্ত। নীরদা!—

নীরদা। শোনো, এই মুহূর্ত্তে আমি তোমার বাড়ী থেকে চল্লুম।

হেমন্ত। তোমার এখন মতি স্থির নেই। কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না—তোমায় আমি যেতে দেব না।

নীরদা। কোন ফল হবে না আর আমায় রুখে। আমার যা নিজস্ব, তাই মাত্র আমি নিয়ে চল্লুম। তোমার জিনিষ কিছুই নিলুম না—পরেও নেব না।

হেমন্ত। এ কি পাগলামি?

নীরদা। পাগলামি নয়, সুবুদ্ধির কাজ।

হেমন্ত। নির্ব্বোধ তুমি!

নীরদা। এবার বুদ্ধি হবে। সেই জন্যেই যাচ্চি।

হেমন্ত। তোমার স্বামীকে ত্যাগ করে? ছেলে-মেয়ে, নিজের ঘর-বাড়ী সব ত্যাগ করে?—এ কি রকম বিবেচনার কাজ নীরদা? লোকে কি বলবে, তা ভেবেচ?

নীরদা। লোকে কি বলবে, তা ভাববার আমার অবসর নেই। আমি কেবল বুঝতে পারচি যে এইটেই আমার করা দরকার।

হেমন্ত। অর্থাৎ সংসারে সব চেয়ে যা পবিত্র, যা-কিছু ধর্ম্ম-সঙ্গত, সেই সব ত্যাগ করে তুমি যাবে নিজের স্বেচ্ছাচারিতা সাধন করতে?

নীরদা। সব-চেয়ে পবিত্র, সব-চেয়ে ধর্ম্ম-সঙ্গত আমার কোন্ কাজ, শুনি?

হেমন্ত। তাও বলে দিতে হবে? স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য, ছেলে-মেয়ের প্রতি কর্ত্তব্য, এই সব—

নীরদা। কিন্তু, তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ কাজ আছে।

হেমন্ত। কি তা শুনি।

নীরদা। আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য!

হেমন্ত। কিন্তু তা হলেও তুমি স্ত্রী, সন্তানের জননী! স্ত্রীর কর্ত্তব্য জননীর কর্ত্তব্য যে সকল কর্ত্তব্যের উপরে!

নীরদা। এখন আর এ-সব আমি বিশ্বাস করি না—ধর্ম্ম জিনিষটাও আমি কোনদিন বুঝতে পারলুম না—সব গোল হয়ে যায়! আমি এখন কেবল এইটুকু বুঝি, যে নিজের হিতাহিত বুঝে আমি চলব—নিজেকে বোঝবার চেষ্টা করব। লোকে কি বলবে বা ভাববে, সে সবে আমার প্রয়োজন নেই। মানুষের গড়া আইন জিনিষটাও আমি বুঝতে পারি নে। আইন সম্বন্ধে আমার ধারণা যা ছিল এখন তা বদলে গেচে। মরণাপন্ন বাপের মুখ চেয়ে কাজ করবার অধিকারে—স্বামীর প্রাণ রক্ষা করবার অধিকারে যে আইন বাধা দেয়, সেটা অন্যের কাছে আইন বলে গ্রাহ্য হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়—আইন বলে তাকে মানতেই পারি না।

হেমন্ত। অবুঝের মত কথা কইচ তুমি, তোমার দেখ্‌চি বুদ্ধি-ভ্রম হয়েচে।

নীরদা। এর চেয়ে পরিষ্কার বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে আর কখনো কথা কই নি।

হেমন্ত। তা হলে পরিষ্কার বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়েই তুমি তোমার স্বামী, পুত্র-কন্যা, গৃহ সব পরিত্যাগ করে চল্লে ?

নীরদা। হাঁ।

হেমন্ত। এ কথার তা হলে কেবল একটি মাত্র কৈফিয়ৎ আছে।

নীরদা। কি কৈফিয়ৎ ?

হেমন্ত। তুমি আর আমায় ভালবাস না ?

নীরদা। না—

হেমন্ত। এই কথা তুমি আমায় বলতে পার্‌লে, নীরদা ?

নীরদা। বুক ফেটে গেল বলতে ! কিন্তু কি করব, উপায় নেই ! —না, আমি আর তোমায় ভালবাসি না !

হেমন্ত। এইটিই তা হলে কবুল জবাব ?

নীরদা। হাঁ, অতি সহজ-পরিষ্কার জবাব—স্পষ্ট সত্য কথা। এই জন্যেই ত আমি এখানে আর থাকতে পারি নে !

হেমন্ত। বলতে পার নীরদা, কি অপরাধ আমি করলুম যে তোমার ভালবাসা তুমি কেড়ে নিলে ?

নীরদা। পারি বলতে। আজ রাত্রে যখন এই ঘটনা ঘটল, আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম যে, সে মানুষ ত তুমি নও, যা তোমায় জেনেছিলুম, দেখেছিলুম—

হেমন্ত। বুঝলুম না তোমার কথা !

নীরদা। এই দীর্ঘ আট বছরের ভেতর কখনো আমি অধীর হই নি, কারণ এমন আশ্চর্য্যি ব্যাপার ত নিত্য দেখা যায় না ! এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা যখন এসে উপস্থিত হল, ভাবলুম, আমার ভাগ্যে এইবার হয় ত আশ্চর্য্যি কিছু ঘটে যাবে। হ'লও তাই। কাম্নিখ্যের চিঠিখানা যখন

ওখানে পড়েছিল, তা দেখে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারি নি যে তুমি ঐ লোকটার ধম্‌কানিতে এত ভয় পাবে, তার অসঙ্গত কথাগুলোকে সত্যি বলে মেনে নেবে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম যে, তুমি জোর গলায় সে লোকটাকে শুনিয়ে দেবে, যাও তুমি, জগৎময় রাষ্ট্র কর গে এই কথা; তার পর সত্যি-সত্যি যদি সে রাষ্ট্র করে দিত, তখন—

হেমন্ত। তখন আর বাকী থাকত কি বল? আমার স্ত্রীর দুর্নাম ত ঢাকা থাকত না?

নীরদা। যদিই সে রাষ্ট্র করে দিত, আমি ভেবেছিলুম, তুমি নিশ্চয় বুক ফুলিয়ে অগ্রসর হবে আর সমস্ত ব্যাপার নিজের ঘাড়ে নিয়ে জোর-গলায় বলবে যে তুমিই দায়ী।

হেমন্ত। নীরদা, তুমি কি তা—

নীরদা। আমি কি তা করতে দিতুম? সে কথা ঠিক। আমি কখনই তা করতে দিতুম না। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা এর চেয়ে আর কি বেশী আমি করতে পারতুম, বল? তোমার সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণা পাছে কাজে উল্টো হয়ে দাঁড়ায়, এই ভয়েই ত তোমার মুখ থেকে কোন কথা শোনবার আগেই সরে যেতে চেয়েছিলুম—কিন্তু তুমিই বাধা দিলে।

হেমন্ত। আমি তোমার জন্যে দিবারাত্রি কুলির মত খাটতে পারি—তোমার দুঃখ, তোমার অভাব স্বচ্ছন্দে বইতে পারি, কিন্তু নীরদা, আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিতে পারি না।

নীরদা। সেই জন্যেই ত এটাকে আমি আশ্চর্য্য ঘটনা বলে বলছি।

হেমন্ত। তুমি কথা কইচ, নেহাৎ ছেলেমানুষের মত।

নীরদা। হ'তে পারে। কিন্তু তুমিও ঠিক সেই মানুষের মত কথা

কইচ না ত, যাকে আমি আত্ম-দান করেছিলুম? যে মুহূর্তে তুমি বুঝতে পারলে যে আর তোমার কোন ভয় নেই—আমার দরুণ নয়, তোমার নিজেরই দরুণ—তখনি তুমি কথার সুর ফিরিয়ে নিলে। বুঝতে পারচ আমার কথা? (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আর ঠিক সেই সময়টা আমার চট্‌কা লেগে মোহ ভেঙ্গে গেল। দেখলুম যে এই আট বচ্ছর যার সঙ্গে আমি ঘর্ করেচি, এ লোক—সে লোক নয়। কি আপ্‌শোষ! আর এই অপরিচিত লোকের জন্যেই আমি তিনটি সন্তান প্রসব করেচি। ওঃ, ভাবলেও আমার হৃৎকম্প হয়!

হেমন্ত। বুঝতে পারচি। আমাদের দুজনের মধ্যে একদিনেই একটা মস্ত ব্যবধান্ এসে পড়েচে, কিন্তু সেটা কি দূর করা যায় না, নীরদা?

নীরদা। আমায় এখন যা দেখচ, আমি আর তোমার স্ত্রী নই!

হেমন্ত। তুমি চলে যাবে?

নীরদা। নিশ্চয়।

হেমন্ত। যাবে, যেয়ো, কিন্তু এখন না—আজ না।

নীরদা। (একখানা চাদর গায়ে জড়াইতে জড়াইতে) পরের বাড়ীতে আমি রাত্রি বাস করতে পারি না। চল্লুম তবে। বিদায়। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করা উচিত হবে না অবিশ্যি! আমি আর তাদের কি কাজেই বা লাগব! তারা ভাল জায়গাতেই রইল!

হেমন্ত। যেখানেই যাও, তুমি আমারই স্ত্রী, এ কথা মনে রেখো। এ বাড়ী তোমারই—

নীরদা। জগতের চোখে হ'তে পারে, কিন্তু তোমার-আমার চোখে নয়! তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই রইল না!

হেমন্ত। সম্পর্কই রইল না ?—

নীরদা। না।

হেমন্ত। এখন থেকে তা হলে আমি তোমার কাছে পরই থাকব ? আপনার কি হব না ?

নীরদা। (দরজার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া) ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে যাবে তা'হলে !

হেমন্ত। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ?

নীরদা। তুমি আর আমি—দুজনেই আমরা এতদূর বদ্‌লে যাব যে—না, না,—তা হয় না—তা আর মোটেই আমি বিশ্বাস করি না !

হেমন্ত। আমি কিন্তু করি। বল, বল নীরদা,—দুজনেই আমরা এতদূর বদ্‌লে যাব যে ?—

নীরদা। যে, আমাদের সত্যিকার বিবাহ হবে, আর আবার আমরা একত্র হব ! বিদায় তবে—

[দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

হেমন্ত। (প্রথমটা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর ছুটিয়া দরজার কাছে গেলেন) নীরদা ! নীরদা ! চলে গেল—সত্যিই চলে গেল ! কি ভয়ঙ্কর !—

প্রিণ্টার—শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
গিরীশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৫১।২।৩, সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।